Year 13 | Issue 11
08 - 14 May 2026
বর্ষ ১৩ | সংখ্যা ১১
২৪ বৈশাখ ১৪৩১
২০ জিলক্বদ ১৪৪৭হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

যুক্তরাজ্যে ঈদুল আজহা ২৭ মে হতে পারে

দেশ ডেস্ক, ৮ মে ২০২৬ : সৌদি সরকারি ক্যালেন্ডার ‘উম আল কুরা’ অনুযায়ী আগামী ২৭ মে সেদেশে পবিত্র ঈদুল আজহা পালিত হবে। ক্যালেন্ডারে লেখা আছে, আগামী ১৬ মে দেশটিতে আরবী জিলকদ মাসের ২৯তম দিন হবে। আর ১৭ মে হবে জিলকদের ৩০তম দিন। অর্থাৎ সেখানে জিলকদ মাস ৩০ দিন পূর্ণ করবে। সে হিসেবে ঈদ হবে ২৭ মে।

যুক্তরাজ্যে যেহেতু সবসময় সৌদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঈদ -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

যুক্তরাজ্যে জীবনযাত্রার ব্যয় আকাশচুম্বী

দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

৩০ লাখ পরিবারে অন্তত এক বেলার নিয়মিত খাবার বাদ

দেশ ডেস্ক, ০৮ মে ২০২৬ : জীবনযাত্রার ব্যয় আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে যুক্তরাজ্যে। খরচ সামলাতে হিমশিম খেয়ে দেশটির প্রায় ৩০ লাখ পরিবার অন্তত একবেলার নিয়মিত খাবার বাদ দিতে বাধ্য হচ্ছে। ব্রিটিশ ভোক্তা অধিকার সংস্থা ‘হুইচ’-এর সাম্প্রতিক জরিপ প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। গত ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের চাপে সাধারণ মানুষ এখন চরম পথ বেছে নিচ্ছেন। খবর দ্য গার্ডিয়ান।

ভোক্তা আস্থায় বড় ধস : প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এপ্রিল পর্যন্ত ব্রিটেনে ভোক্তা আস্থার সূচক কমে -৬২ পয়েন্টে নেমেছে। এটি ২০২২ সালের সংকটের পর সর্বনিম্ন পর্যায়। এর আগের মাসেও এ সূচক ছিল -৫৬ পয়েন্টে।

জরিপে অংশ নেয়া প্রাপ্তবয়স্কদের ৭১ শতাংশই মনে করছেন, আগামী ১২ মাসে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির আরো অবনতি হবে। কেবল ৯ শতাংশ মানুষ পরিস্থিতি উন্নতির আশা করছেন। বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ে এখন ৮৫ শতাংশ ব্রিটিশ চরম উদ্বিগ্ন।

খাদ্যাভ্যাসে বড় পরিবর্তন : দেশটির অনেক পরিবার খরচ কমাতে

তাদের বাজার করার ধরনে বড় বদল এনেছে। জরিপ অনুযায়ী, ৪৩ শতাংশ ক্রেতা এখন সস্তা পণ্য খুঁজছেন। ৩৭ শতাংশ মানুষ সুপারমার্কেটগুলোর নিজস্ব ব্র্যান্ডের বাজেট পণ্য কিনছেন। এছাড়া ৩১ শতাংশ ক্রেতা ছাড় বা সেলে থাকা পণ্যের অপেক্ষায় থাকেন। সবচেয়ে আশঙ্কাজনক তথ্য হলো, প্রতি ১০টি পরিবারের মধ্যে একটি এখন অন্তত এক বেলার খাবার বাদ দিচ্ছে। এছাড়া প্রতি সাতজনে একজন তাদের প্রয়োজনীয় কোনো না কোনো খাদ্য উপাদান কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন।

জ্বালানি তেলের দাম নিয়ে দুশ্চিন্তা : প্রতিবেদন অনুযায়ী, খাবারের পাশাপাশি জ্বালানি তেলের দাম নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েছে ৮০ শতাংশ মানুষের। ফেব্রুয়ারিতেও এ হার ছিল অনেক কম। সংকটের কারণে ব্রিটিশ নাগরিকদের দুই-তৃতীয়াংশই এখন গাড়ি চালানো কমিয়ে দিয়েছেন। শখের ভ্রমণ বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ওপরও।

বকেয়া বিলের বোঝা : আর্থিক সংকটের কারণে সময়মতো বিল পরিশোধ করতে পারছেন না অনেকেই। গত তিন মাসে বিল পরিশোধ না করার গড় হার বেড়ে ৭ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০২৫ সালের শেষে এ হার ছিল ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। হুইচের বিশ্লেষকরা বলছেন, মানুষ এখন দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা মেটাতেই বেশি হিমশিম খাচ্ছেন।

সংস্থাটির নীতি ও অ্যাডভোকেসি ডিরেক্টর রোসিও কনচা জানান, এ সংকট কেবল মানুষের পকেটেই টান দিচ্ছে না, এটি তাদের শারীরিক ও সামাজিক সুস্থতাকেও বিপন্ন করছে। তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হবে এবং মানুষ আরো চরম পথ বেছে নেবেন।

হুইচ এরই মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি ইশতেহার পেশ করেছে। সেখানে জরুরি ভিত্তিতে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো এবং সাধারণ মানুষের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

লন্ডন-বাংলাদেশ রুটে এবার আরো ২০৭ পাউন্ড ট্যাক্স

বেড়েই চলেছে বিমান ভাড়া

দেশ ডেস্ক, ৮ মে ২০২৬ : কোনো ধরনের আগাম ঘোষণা ছাড়াই যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশগামী টিকিটের ওপর ২০৭ পাউন্ড ট্যাক্স বা কর বাড়িয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থাটির এমন আকস্মিক সিদ্ধান্তে ব্রিটেনে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের ওপর চাপ বাড়লো।

যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডে বিমানের কান্ট্রি ম্যানেজার রিয়াদ সোলায়মান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ঢাকা হেড অফিসের নির্দেশনায় সব রুটেই এই বর্ধিত হার ধার্য করা হয়েছে।

গত ৪ মে থেকে কার্যকর হওয়া এই সিদ্ধান্তের ফলে যুক্তরাজ্য থেকে প্রতিটি রিটার্ন টিকিটের মূল্য একলাফে অনেক বেড়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, লন্ডন-ঢাকা-সিলেট রুটে বিমানের ভাড়া এমনিতেই অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্য বা ইউরোপীয় এয়ারলাইন্সের তুলনায় গড়ে ২০০ থেকে ৩০০ পাউন্ড বেশি থাকে। তার ওপর নতুন করে এই বিশাল অঙ্কের ট্যাক্স যুক্ত হওয়ায় সাধারণ যাত্রীদের জন্য বিমানের টিকিট এখন সাধ্যের বাইরে চলে গেছে বলে মনে করছেন কমিউনিটি নেতারা।

বিমান সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক রুটে অ্যাভিয়েশন ফুয়েল বা উড়োজাহাজের জ্বালানির দাম লিটারপ্রতি ১.৪৮ ডলারে পৌঁছায় আগাম ঘোষণা ছাড়াই এই টেক্স আরোপ করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বিমানের বিদেশের সব রুটেই ট্যাক্স বাড়ানো হলেও যুক্তরাজ্য রুটে এই বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। এ নিয়ে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি প্রবাসীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

মেয়র ও কাউন্সিলারদের ভোট গণনা কখন কোথায়?

জরিপ বলছে লুৎফুরই পুনরায় নির্বাচিত হচ্ছেন

দেশ ডেস্ক, ৮ মে ২০২৬ : টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মেয়র ও কাউন্সিলার নির্বাচনের ভোট গণনা পৃথক দুইদিনে অনুষ্ঠিত হবে । ৮ মে শুক্রবার হবে মেয়র নির্বাচনের ভোট গণনা । আর ৯ মে শনিবার অনুষ্ঠিত হবে ২০ ওয়ার্ডের প্রায় ৩০০ কাউন্সিলার প্রার্থীর ভোট গণনা । দুইটোই হবে এক্সেল সেন্টারে ।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কমিউনিকেশন অফিসার মাহবুব রহমান বুধবার রাতে সাপ্তাহিক দেশকে জানান, শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে মেয়র নির্বাচনের ব্যালট পেপার ভেরিফিকেশন শুরু হবে । দুপুর ১টার দিকে শুরু হবে গণনা । আশা করা হচ্ছে, ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে ফলাফল ঘোষনা -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

যদি কোনো স্বাস্থ্যগত অবস্থা বা চিকিৎসার কারণে আপনার বা আপনার পরিবারের কোনো সদস্যের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে থাকে।

NHS

অঙ্গ, অস্থিমজ্জা অথবা স্টেম সেল প্রতিস্থাপন

এইচ আইভি

লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা বা মায়েলোমার মতো রক্তের ক্যান্সার

জেনেটিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাধি

দীর্ঘমেয়াদী স্টেরয়েড ব্যবহার

ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধ

কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, অথবা জৈবিক থেরাপি

বিনামূল্যে NHS-এর বসন্তকালীন কোভিড-১৯ টিকা নিতে মনে রাখবেন।
বিনামূল্যে ১১৯ নম্বরে ফোন করুন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 13 | Issue 11 | 08-14 May 2026

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

যুক্তরাজ্যে হঠাৎ সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা

মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ

দেশ ডেস্ক, ০৮ মে ২০২৬ : যুক্তরাজ্যে সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকি হঠাৎই বেড়ে গেছে। গোয়েন্দাদের অনুমান, আগামী ছয় মাসের মধ্যে দেশটিতে হামলার আশঙ্কা অনেক বেশি। পরিস্থিতি বিবেচনায় সেখানে বসবাসরত মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলেছে লন্ডনে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস।

দূতাবাস গত ১ মে শুক্রবার এক বার্তায় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মার্কিন নাগরিকদের জনসমাগমস্থলে সতর্ক থাকতে বলেছে। বিশেষ করে স্কুল, গির্জা, পর্যটনকেন্দ্র ও গণপরিবহনে সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে।

দূতাবাস থেকে আরও বলা হয়েছে, চলাচলের সময় ও পথ ঘন ঘন পরিবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি সাধারণ জীবনযাপনের ধারা বজায় রাখতে হবে, যাতে আলাদাভাবে নজর না পড়ে।

এর আগে গত শুক্রবার যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-ফাইভ এক বিবৃতিতে জানায়, যৌথ সন্ত্রাসবাদ বিশ্লেষণ কেন্দ্র দেশটিতে হামলার হুমকির মাত্রা 'যথেষ্ট' থেকে বাড়িয়ে 'প্রবল' পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এটি যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সতর্কতার স্তর। এর মানে হলো, আগামী ছয় মাসের মধ্যে হামলার আশঙ্কা এখন অত্যন্ত বেশি।

এমআই-ফাইভ জানায়, যুক্তরাজ্যে বেশ কিছুদিন ধরে সন্ত্রাসী হামলার হুমকি বাড়ছে। গত বুধবার লন্ডনের গোলডার্স গ্রিন এলাকায় দুই ইহুদি ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা সতর্কবার্তা বাড়ানোর পেছনে ভূমিকা রেখেছে। তবে শুধু ওই হামলার কারণে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে, তা কিন্তু নয়।

এমআই-ফাইভ জানায়, যুক্তরাজ্যে একক ব্যক্তি বা ছোট গোষ্ঠীর মাধ্যমে ইসলামপন্থী এবং কট্টর ডানপন্থী চরমপন্থার হুমকি বাড়ার কারণে এই ঝুঁকি বেড়েছে। বিশেষ -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

আদালতকে জানালেন আইনজীবী

তোফায়েল আহমেদের 'স্মৃতিশক্তি নেই'

দেশ ডেস্ক, ৮ মে ২০২৬ : সাবেক শিল্পমন্ত্রী ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে বলে আদালতকে জানিয়েছেন তার আইনজীবী। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আদালতে উপস্থিত হয়ে মামলার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে শারীরিকভাবে অক্ষম এই রাজনীতিবিদ।

গত মঙ্গলবার (৫ মে) মামলাটি অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানিতে হাজির হয়ে তোফায়েল আহমেদের আইনজীবী -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

দেশ ডেস্ক, ০৮ মে ২০২৬ : দেশের ক্রিকেটে নাজমুল হাসান পাপন এখন অতীত। প্রায় দুই বছর ধরে তিনি আছেন দেশের বাইরে। তবে কোথায়, কখন কী করছেন, সামাজিক মাধ্যমের বরাতে দ্রুতই পৌঁছে যায় দর্শকদের কাছে। সেরকমই একটি ছবি নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা।

লন্ডনের রাস্তায় বসে পাপনের -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

এক বছরের মধ্যে স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচন

ঢাকা, ৬ মে : আগামী এক বছরের মধ্যে স্থানীয় সরকারের সব পর্যায়ে নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা করার কথা জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ডিসি সম্মেলনের অধিবেশনে অংশ

নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিক-দের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা চাই, চেষ্টা করবো এক বছরের মধ্যে আগামী সমস্ত টায়ারগুলোতে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার জন্য।

জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা মূল যে কথাটা বলতে চেয়েছি তা হলো- স্থানীয় সরকার হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ভিত্তি। এটা তৃণমূলের সবচেয়ে শক্তিশালী একটি ইনস্টিটিউশন। এই ইনস্টিটিউশনকে সবসময় শক্তিশালী করতে পারলে গণতন্ত্র সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র শক্তিশালী হবে। আমরা সেই কথাটাই তাদের সামনে বলার চেষ্টা করেছি।

সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্ব দেয়ার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যে কর্মসূচিগুলো নিয়েছেন, সেই কর্মসূচিগুলোকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে আমাদের যারা সংসদ সদস্য আছেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে, স্থানীয় সরকারের অন্য যারা সদস্যরা রয়েছেন- তাদের নিয়ে সেই কর্মসূচিগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, জনগণকে সঙ্গে নিয়েই তাদেরকে কাজ করতে হবে। কারণ জনগণই হচ্ছে এই দেশের মালিক এবং তৃণমূল পর্যায়ে তারাই সবকিছু নির্ধারণ করেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, এই সম্মেলনে যারা উপস্থিত ছিলেন আমরা মনে করি যে, এই ডিসি সম্মেলন যে প্রত্যেক বছর হয়, এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সরকারের একদম জেলা পর্যায়ের যারা কর্মকর্তা তাদের সঙ্গে আমাদের মন্ত্রণালয়ের মতবিনিময় যেটা হয়, সেটা অত্যন্ত ভালোভাবে কাজে দেয়। ভবিষ্যতে সেটা যেন আরও বাড়ে বা বাড়ানো যায়, সেটাও আমরা বলেছি। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগুলোর উন্নয়ন নিয়ে কোনো পরিকল্পনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা এই পদক্ষেপ নিচ্ছি। আমরা স্থানীয় সরকারের যে রাস্তাঘাটের কথা বলছেন- স্থানীয় সরকারের শুধু রাস্তাঘাট কাজ নয় কিন্তু। স্থানীয় সরকারের রাস্তাঘাট আছে, স্থানীয় সরকারের আপনার পানি সরবরাহ আছে, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যাপার আছে- একইসঙ্গে আপনার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার ব্যাপারও কিন্তু স্থানীয় সরকারের রয়েছে।

৪৭ হাজার ৫৪ বাংলাদেশি হজযাত্রী সৌদি আরব পৌঁছেছেন

ঢাকা, ৬ মে : বাংলাদেশ হজ অফিসের পরিচালক মো. লোকমান হোসেন জানান, বুধবার (৬ মে) সকাল ১০টা পর্যন্ত ১২০টি ফ্লাইট জেদ্দায় অবতরণ করেছে।

হজ বুলেটিন অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক কারণে ১০ জন হজযাত্রী মারা গেছেন। তাদের মধ্যে মক্কায় ৮ জন এবং মদিনায় ২ জন মারা যান।

এতে বলা হয়, সৌদি মেডিকেল

টিম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১৪ হাজার ৩৯ জন হজযাত্রীকে চিকিৎসাসেবা দিয়েছে। এছাড়া আইটি হেল্পডেস্ক গতকাল পর্যন্ত ১১ হাজার ৪৬২ জনকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছে।

তিনি বলেন, এ বছর বাংলাদেশ থেকে মোট ৭৮ হাজার ৫০০ জন হজ পালনের অনুমতি পেয়েছেন। এর মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৬৬০টি এজেন্সি হজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার মধ্যে ৩০টি লিড এজেন্সি এবং ৬৩০টি সমন্বয়কারী এজেন্সি রয়েছে।

এয়ারলাইন্সভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ৫৫টি ফ্লাইটে ২২ হাজার ১০ জন, সৌদি এয়ারলাইন্সের ৪৪টি ফ্লাইটে ১৬ হাজার ৯৫৩ জন এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্সের ২১টি ফ্লাইটে ৮ হাজার ৯১ জন যাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছেছেন।

অবশিষ্ট ৩১ হাজার ২৭০ জন যাত্রী নির্ধারিত এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সৌদি আরবে পৌঁছাবেন বলে পরিচালক জানান।

প্রথম হজ ফ্লাইট (বিজি-৩০০১) গত ১৭ এপ্রিল রাত ১১টা ৫৭ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৪১৮ জন যাত্রী নিয়ে জেদ্দার কিং আবদুলআজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ফ্লাইটটির উদ্বোধন করেন।

হজ অফিসের তথ্য অনুযায়ী, মোট হজযাত্রীর মধ্যে ৪ হাজার ৫৬৫ জন সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং ৭৩ হাজার ৯৩৫ জন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালন করবেন।

এ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থিত সৌদি দূতাবাস ৭৮ হাজার ৩২৪টি ভিসা ইস্যু করেছে। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৪৪৫টি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭৩ হাজার ৮৭৯টি ভিসা দেওয়া হয়েছে।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২৬ মে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফেরত ফ্লাইট ৩০ মে জেদ্দা থেকে শুরু হবে এবং শেষ হজ ফ্লাইট ৩০ জুন ছেড়ে আসবে।

dragon security

DOOR SUPERVISION (SIA)
CCTV SURVEILLANCE (SIA)
SECURITY GUARD (SIA)
SIA TOP-UP REFRESHER
CSCS CARD

SIA সিকিউরিটি লাইসেন্স করতে চান?
আপনি কি সিকিউরিটি কোর্স এবং লাইসেন্স করতে চান?
Classroom based with E-learning (ACT)
প্রত্যেক সপ্তাহে সার্টিফাইড ক্লাশ, আর দেরী নয়, আজই বুকিং দিন!
Head Office: Room 207
2-4 Commercial Street (2nd Floor)
London E1 6LP
(Nearest Train Station:
Aldgate East, Liverpool Street and
Fenchurch Street Station)
Book & Pay online
www.dragon-security.com
Email : info@dragon-security.com
Tel : 0208 127 1770, 0776 9063 939
WHITECHAPEL | FOREST GATE | SOUTHALL | WEMBLEY | SLOUGH | LUTON
15 years of experience within the private security industry
TERMS & CONDITION APPLY

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info\skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

ALI'S LAW CHAMBERS
Your Partner in Legal Excellence

CONTACT US FOR EXPERT LEGAL ASSISTANCE

আমাদের সেবা সমূহ
• স্পাউজ, ডিপেন্ডেন্ট এবং ভিজিট ভিসা।
• স্টুডেন্ট এবং গ্রেজুয়েট ভিসা
• ফারদার লিভ টু রিমাইন (এফএলআর)
• EEE & EU প্রি সেটেল্ড এবং সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন
• ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেইন (আইএলআর)
• ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন
• সেলফ্ স্পনসরশীপ ভিসা
• স্কিল্ড ওয়ার্কার এবং কেয়ার ওয়ার্কার ভিসা
• এডমিনিস্ট্রেটিভ এবং জুডিশিয়াল রিভিউ (সাইনপোস্টিং)
• আপিলস টু দা ট্রাইবুনাল (সাইনপোস্টিং)

Immigration Advice Authority
ico. Information Commissioner's Office
IAA Reg: F202434165

অভিজ্ঞতা
• দশ বছরেরও বেশি আইনি অভিজ্ঞতা
• প্রমাণিত উচ্চ সাফল্যের হার
• স্বচ্ছ, ক্লায়েন্ট-প্রথম মনোভাব
• ব্যক্তিগতকৃত ইমিগ্রেশন সমাধান
• ব্যবসা ও ব্যক্তিগত-উভয়ের জন্য সর্বাঙ্গীন সহায়তা

Find us
119 New Road (1st Floor), London E1 1HJ
020 3645 1099
07502 299 510
admin@alislawchambers.co.uk
www.alislawchambers.co.uk

জামায়াত জোট কতদূর যাবে

ঢাকা, ৬ মে : এককভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা বললেও সংবিধান সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্য থাকবে। জামায়াত ছাড়াও জোট শরিক এনসিপি, এবি পার্টিসহ কয়েকটি দল স্থানীয় নির্বাচনের জন্য এককভাবে প্রার্থী ঠিক করায় কর্মী-সমর্থকদের টানাপোড়েন আছে। তবে গণভোটের রায় বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া ১১ দল সংসদের ভেতরে এবং রাজপথে জোটবদ্ধ থেকে এগোবে।

জামায়াত, এনসিপিসহ ১১ দলের নেতারা এসব তথ্য জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, সংবিধান সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ব্যবস্থার ধারাবাহিকতার বিকল্প নেই। বিএনপি সরকার যদি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গণভোটকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে সংবিধান সংশোধনের দিকে এগোয়, তবে বিরোধী জোট রাজপথের কর্মসূচিতে যাবে। এর আগ পর্যন্ত মিছিল, সমাবেশ, জনমত গঠনের মতো কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

সবার আগে সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে দলসমর্থিত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে এনসিপি। নির্বাচন কবে হবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। অধ্যাদেশগুলো আইনে পরিণত হওয়ায় স্থানীয় সরকার আগামীতে অতীতের মতো নির্দলীয় পদ্ধতিতে হবে।

সরকার জানিয়েছে, প্রথমে হবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। স্থানীয় সরকারের এই স্তরে সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০২১ সালের জুন থেকে ২০২২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সাত ধাপে। সিটি করপোরেশনের মেয়র এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দলীয় নেতাদের প্রশাসক হিসেবে দিয়েছে বিএনপি সরকার। ইউনিয়ন পরিষদে দায়িত্ব পালন করছেন অতীতে নির্বাচিতরা। যারা পলাতক রয়েছেন, তাদের জায়গায় দায়িত্ব পালন করছেন সরকারি কর্মচারীরা।

উপজেলা, পৌরসভায়ও দায়িত্ব পালন করছেন সরকারি কর্মচারীরা। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পর উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচন হতে পারে। এতে চলতি বছরে সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

এই বাস্তবতায়ও ইতোমধ্যে পাঁচ সিটি করপোরেশনে দলসমর্থিত মেয়র প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে এনসিপি। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, উত্তরে আরিফুল ইসলাম আদিব, কুমিল্লায় তারিকুল ইসলাম, সিলেটে আব্দুর রহমান আফজাল এবং রাজশাহীতে মোবাশ্বের আলীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

জামায়াতও সিটি করপোরেশনগুলোতে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে মেয়র প্রার্থী ঠিক করছে। দক্ষিণে অনানুষ্ঠানিকভাবে ঠিক করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি আবু সাদিক কায়েমকে। উত্তরে মহানগর আমির মুহাম্মদ সেলিমউদ্দিনকে।

দক্ষিণে সাদিক কায়েমের নাম সামনে আসার পর তাঁকে এবং এনসিপি মুখপাত্র আসিফ মাহমুদকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে জামায়াত ও এনসিপির কর্মী-সমর্থকরা বাহাসে জড়িয়েছেন। তবে একে গুরুত্ব দিচ্ছেন না দল দুটি নীতিনির্ধারকরা।

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করা আসিফ মাহমুদ জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোটের পক্ষে ছিলেন না। গত নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার দিনে পদত্যাগ করা জুলাই অভ্যুত্থানের এই ছাত্রনেতা ঢাকা-১০ আসনে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। বিএনপির সমর্থনে তিনি প্রার্থী হবেন-এমন আলোচনাও ছিল। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। এনসিপির সঙ্গে জোট গঠনে জামায়াতের শর্ত ছিল, সাবেক উপদেষ্টাদের কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হবে না। এই শর্তের কারণে সংসদ নির্বাচন করা হয়নি আসিফের।

তবে দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে জোটের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।

জামায়াতের একাধিক নেতা বলেছেন, অতীতে যেসব কারণে আসিফকে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী করা হয়নি, সেগুলো অনেকটাই দূর হয়েছে। কিন্তু সিটি করপোরেশনে তাঁকে সমর্থন করা হবে কিনা, তা অনেক পরের ব্যাপার। সাদিক কায়েম বলেছেন, এখন পর্যন্ত জামায়াত তাঁকে মেয়র প্রার্থী হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেনি। যতটুকু আলোচনা হচ্ছে, সবই অনানুষ্ঠানিক।

একক নির্বাচন পরিস্থিতি বুঝে

সংসদ নির্বাচনে ঢাকার ১৫টি আসনের চারটি এনসিপিকে ছেড়ে দিয়েছিল জামায়াত। এনসিপি ঢাকা দক্ষিণের দুটি আসনেই পরাজিত হয়েছে। জয়ী হয়েছে ঢাকা উত্তরের একটি আসনে। স্বতন্ত্র নির্বাচন করে বিএনপি থেকে বহিষ্কার নেতা ইসহাক সরকারকে দলে ভিড়িয়ে দক্ষিণে শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে এনসিপি।

জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেছেন, মেয়দ পদে কয়েকজনের নাম বিবেচনা করা হচ্ছে। সাদিক কায়েম তাদের একজন। অতীতে বিএনপির সঙ্গে জোট থাকলেও জামায়াত স্থানীয় নির্বাচনে এককভাবে অংশ নিয়েছে। তবে কিছু জায়গায় স্থানীয়ভাবে সমঝোতা করা হতো। এবার নির্দলীয় পদ্ধতিতে স্থানীয় নির্বাচন হবে, তাই এককভাবে এবং স্থানীয় সমঝোতায় ১১ দলীয় ঐক্য প্রার্থী দিতে পারে। কোথায় কী সমঝোতা হবে, তা অনেক পরের ব্যাপার।

এনসিপি সূত্র জানিয়েছে, দেশের ১২টি সিটি করপোরেশনের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর, নারায়াণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গাজীপুর সিটি এলাকায় সংসদ নির্বাচনে এক লাখ ৪১ হাজার ভোট পেয়েছেন এনসিপি প্রার্থী। নারায়ণগঞ্জে সিটি এলাকার একটি আসনে জয়ী হয়েছেন এনসিপির প্রার্থী। চট্টগ্রামে দলে টানার চেষ্টা চলছে বিএনপির সাবেক মেয়র মনজুর আলমকে।

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, জামায়াত জোটে থাকলেও এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত এককভাবে নির্বাচন করার। বাকিটা পরিবেশ-পরিস্থিতি বলবে।

জামায়াতের একাধিক নেতা বলেছেন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আগে হলে এবং এনসিপি তাতে এককভাবে অংশ নিলে তারা নিজেদের অবস্থান বুঝতে পারবে। তাই ইউনিয়ন পরিষদের পরই বলা যাবে, বাকি নির্বাচনগুলোতে জোটের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা। শহরাঞ্চলে পরিস্থিতি কী-এসব বিষয়ের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। চট্টগ্রামে শামসুজ্জামান হেলালীকে মেয়র পদে সমর্থন দেবে জামায়াত। এনসিপি যদি মনজুর আলমকে দলে টানতে পারে, তা তখন দেখা যাবে। কিন্তু 'জামায়াত সমর্থন দেবে'-এ প্রতিশ্রুতিকে ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

তবে জামায়াত ও এনসিপির জ্যেষ্ঠ নেতারা বলেছেন, একক নির্বাচনের ঘোষণা দিলেও স্থানীয় নির্বাচনে জাতীয় রাজনীতির প্রভাবের কারণে, অন্তত সিটি করপোরেশনে শেষ পর্যন্ত জোট করতে হবে।

আন্দোলনও একসঙ্গে

১১ দলীয় ঐক্যকে নির্বাচনী জোট আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তবে ভোটের পর জামায়াত, এনসিপিসহ সব দল বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়, গণভোটে অনুমোদিত জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশকে সরকার অস্বীকার করায় জোট থাকবে। গণভোটের ফল অনুযায়ী সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চলবে।

2 for 1 from £70 *Incl.* sunglasses

With single-vision lenses to the same prescription

Book an eye test at specsavers.co.uk

Specsavers

Frames subject to availability. Cannot be used with other offers. Second pair must be from the same price range or below. Both pairs include standard 1.5 single-vision lenses (or 1.6 for £170 Rimless ranges) or 1.5 safety lenses for safety eyewear range. Both pairs must be purchased in one transaction. Varifocal/bifocal: same lenses in both pairs and pay for lenses in first pair only, except for SuperDigital, SuperDrive varifocals, and SuperReaders 1-2-3 occupational lenses, SuperBoost and SuperSingle-vision lenses, where you pay full lens price for the first pair and £40 for the second pair. 2for1 on safety eyewear is excluded for customers with a corporate eyecare voucher provided by their employer. Additional charge for extra lens-options.

আদালতে ভয়ঙ্কর জালিয়াতি চক্রের প্রমাণ মিলেছে, বন্ধে ১৩ সুপারিশ

ঢাকা, ৬ মে : ঢাকার আদালত অঙ্গনে চাঞ্চল্যকর ভুয়া ওয়ারেন্ট কেলেঙ্কারির ঘটনায় বেরিয়ে এলো ভয়ঙ্কর তথ্য। 'বিচারকের সিল-স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া ওয়ারেন্ট ইস্যু'-এমন বিস্ফোরক অভিযোগে প্রকাশিত সংবাদের পর নড়ে চড়ে বসেছে আদালত। এরইমধ্যে গঠিত ৩ সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি মাত্র ১৫ কর্মদিবসের মধ্যেই তাদের অনুসন্ধান শেষ করে বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

প্রতিবেদনে উঠে এসেছে আদালতের ভেতরে ভয়াবহ অনিয়ম, জালিয়াতি এবং দায়িত্বে অবহেলার চিত্র। শুধু তাই নয়, ভুয়া ওয়ারেন্ট ইস্যু থেকে শুরু করে হাজতখানা ও রেকর্ডরুমে সংঘটিত নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দেয়া হয় ১৩ দফা সুপারিশ।

১. ঢাকার আদালতসমূহ হতে ডিসি প্রসিকিউশন অফিসের ডব্লিই/এ (গ্রেপ্তারি পরোয়ানা) রিসিভ শাখা রেজিস্ট্রার মেইনটেইনপূর্বক বাহকের তথ্য ব্যতীত গ্রহণ করতে পারবে না।

২. জিআর শাখা সংশ্লিষ্ট আদালত হতে সরাসরি কোনো ডব্লিই/এ (গ্রেপ্তারি পরোয়ানা)-এর কপি রিসিভ করতে পারবে না।

৩. আদালতের কর্মচারী ব্যতীত অন্য কেউ ডব্লিই/এ (গ্রেপ্তারি পরোয়ানা) রিসিভ শাখায় জমা দিতে পারবে না।

৪. রিসিভ শাখা থেকে সংশ্লিষ্ট জিআর শাখা ডব্লিই/এ (গ্রেপ্তারি পরোয়ানা) যথাযথভাবে সংগ্রহ করবে।

৫. ডব্লিই/এ (গ্রেপ্তারি পরোয়ানা)'র সম্পূর্ণ তথ্য ফরমেট অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট কোর্টের কর্মচারীর স্বাক্ষরসহ) থাকার পরেই কেবলমাত্র সি.ডি.এম.এস এ অন্তর্ভুক্ত

করতে হবে। অসম্পূর্ণ ডব্লিই/এ (গ্রেপ্তারি পরোয়ানা) ফেরতপূর্বক সঠিক ডব্লিই/এ সংগ্রহ করতে হবে।

৬. ইতিমধ্যে ভুয়া ডব্লিই/এ (গ্রেপ্তারি পরোয়ানা) নিয়ে দায়েরকৃত মামলাসমূহ ও তদন্তাধীন মামলা ডি.সি প্রসিকিউশন অফিস কর্তৃক নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় প্রেরিত ও সংশ্লিষ্ট সংবাদে প্রকাশিত ৮টি ভুয়া ডব্লিই/এ (গ্রেপ্তারি পরোয়ানা)-এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. ডব্লিই/এ (গ্রেপ্তারি পরোয়ানা) এর যথাযর্থতা যাচাই করে সি.ডি.এম.এস এ এন্ট্রি দিতে হবে। ব্যর্থতায় জি.আর.ও এর ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জিআরও এই বিষয়ে দায়ী থাকবেন মর্মে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৯. কোন আদালত হতে কতোটি ডব্লিই/এ (গ্রেপ্তারি পরোয়ানা) ইস্যু করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জি.আর শাখা কতোগুলো ডব্লিই/এ রিসিভ করেছে তা সংশ্লিষ্ট আদালতসমূহ প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে স্টেটমেন্টসহ দাখিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. আদালতে আসামিদের এন্ট্রি এবং এক্সিটের সময় বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ।

১১. হাজতখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের সঠিক মনিটরিং নিশ্চিত করার জন্য সিসি ক্যামেরার আওতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১২. সিএমএম আদালতের রেকর্ডরুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত রেকর্ড কিপার মো. আব্দুর রহমান আজাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ।

১৩. মহানগর দায়রা জজ আদালত ও অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতসমূহে সংশ্লিষ্ট আদালতগুলোয় সিআর মিস শুনানির দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাগণ যেন শুনানিতে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে সে বিষয়ে ডিসি প্রসিকিউশন, ঢাকা কর্তৃক তদারকি বৃদ্ধিকরণ ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রতিবেদন হাতে পেয়েই নড়ে চড়ে বসেন মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ। গত ৪ঠা মে তিনি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে আয়োজন করেন জরুরি মতবিনিময় সভা। সভায় বিচার বিভাগ, আইনজীবী সমিতি, পুলিশ, কারা কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আলোচকরা একবাক্যে প্রতিবেদনের সুপারিশগুলোকে যথাযথ বলে মত দেন এবং দ্রুত দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও নিয়মিত মামলা দায়েরের তাগিদ দেন। এই ঘটনায় আদালতপাড়ায় তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

আগের পোশাকেই ফিরবে পুলিশ

ঢাকা, ৫ মে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, পুলিশের পোশাকে আগের জামা বহাল করা হয়েছে শুধু প্যান্টের রং পরিবর্তন করে খাকি করা হয়েছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে সরকার অত্যন্ত কঠোর ও আইনানুগ অবস্থানে রয়েছে। এ ছাড়া ১৬ ডিআইজি'র বাধ্যতামূলক অবসর রুটিন কাজ বলে জানিয়েছেন।

গতকাল সচিবালয়ে বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির প্রথম সভা শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

পুলিশের ইউনিফর্ম পরিবর্তনের অগ্রগতির বিষয় জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি সারা দেশে এবং পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যে বিদ্যমান পোশাক আছে এটা নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট না। এই পোশাকটা আসলে ওয়াইডলি একসেপ্টেডও হয়নি। সেজন্য পুলিশ বাহিনীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিষয়টা বিবেচনা করেছি। তিনি বলেন, আমরা একটা ঐতিহ্যবাহী ড্রেস যাতে দেয়া যায় সেটাও বিবেচনা করেছি। ওপরের অংশ আগে যেটা ছিল মেট্রোর জন্য এবং সারা দেশের জন্য, সেটা

আমরা বহাল রেখেছি। তবে প্যান্ট, পায়জামা সেটা আমরা খাকি ড্রেস দিয়েছি। এই হিসেবে তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে একটা গ্রহণযোগ্য পোশাক হিসেবে দিয়েছি। সেটা তাদের পরিধান করতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। কারণ এটা প্রস্তুতির বিষয় আছে, কাপড় প্রোডাকশনের বিষয় আছে, জামার বিষয় আছে। এটা এখনো আমরা অফিসিয়ালি ঘোষণা করিনি তবে আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি। আজ ঘোষণা দিলাম। একজন সাংবাদিককে গতকাল বিদেশে যেতে দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, আচ্ছা আমি বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখি।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যাভার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক বিএনপি নেতা কাইয়ুমকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ

ঢাকা, ৫ মে : কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপি'র সভাপতি রেজাউল কাইয়ুমকে আটকের ১২ ঘণ্টা পর দলটির নেতাদের জিম্মায় ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। রোববার মধ্যরাতে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানা থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

পুলিশ জানায়, শাসনগাছা বাস টার্মিনালকেন্দ্রিক চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণের অভিযোগের ভিত্তিতে রেজাউলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছিল। তবে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ ও যাচাই-বাছাই শেষে অভিযোগের সত্যতা না পাওয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। রেজাউল কাইয়ুম কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক। বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদের অনুসারী হিসেবে এলাকায় তার পরিচিতি রয়েছে। শাসনগাছা এলাকায় তার বাড়ি হওয়ায় টার্মিনালসহ আশপাশের এলাকায় তার প্রভাব আছে বলে স্থানীয়দের দাবি।

রোববার শাসনগাছা এলাকার বাসা থেকে রেজাউলকে আটক করেন কোতোয়ালি থানা ও ডিবি পুলিশের সদস্যরা। আটকের খবর ছড়িয়ে পড়লে থানার সামনে অবস্থান নেন বিএনপি নেতাকর্মী ও তার সমর্থকরা। কয়েকশ' নেতাকর্মী দুপুর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং মুক্তির দাবিতে শ্লোগান দেন। মধ্যরাতে ছাড়া পাওয়ার পর তার অনুসারীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস করতে দেখা যায়।

তাছাড়া রেজাউল কাইয়ুম যে বাস টার্মিনালের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক, সেটি তার আটকের পরই আরেকবার পরিষ্কার হওয়া গেছে। তিনি আটক হওয়ার পর পরই শাসনগাছা বাস টার্মিনালে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরিবহন শ্রমিক

ও তার অনুসারীরা টার্মিনাল অবরোধ করলে কুমিল্লা-ঢাকাসহ বিভিন্ন রুটে যান চলাচল স্থবির হয়ে পড়ে। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তাদের দাবি, টার্মিনালের ওপর রেজাউলের প্রভাব থাকায় এমন ঘটনা ঘটেছে। শুধু বাস টার্মিনালই নয়, শাসনগাছাসহ আশপাশের এলাকায় কেউ বাড়ি নির্মাণ বা সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে গেলেও রেজাউলের নাম ভাঙিয়ে চাঁদা চাওয়া হয়।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সূত্র জানিয়েছে, উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশেই রেজাউলকে আটক করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে শাসনগাছা বাস টার্মিনালসহ একই এলাকায় সিএনজি, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাসহ বিভিন্ন যানবাহনে চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ রয়েছে। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে শাসনগাছা টার্মিনালসহ বিভিন্ন পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণে তার সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠে আসে। তবে পরে উচ্চপর্যায় থেকে 'সবুজ সংকেত' পাওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, অভিযোগের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক সফিউল আলম রায়হানসহ নেতাদের জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ছাড়ার আগে রেজাউল কাইয়ুমের কাছ থেকে মুচলেকা নেয়া হয়েছে, যেখানে তিনি এলাকায় চাঁদাবাজি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করেছেন। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রেজাউল কাইয়ুম। তিনি বলেন, একটি মহল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তার ভাষ্য, 'শাসনগাছায় জন্ম নেয়াটাই যেন আমার অপরাধ। এখানে কিছু ঘটলেই দায় আমার ওপর চাপানো হয়।'

RCCM

Charity Reg. No. 1140526

Position: Second Imam (Muazzin)
Location: Redcoat Community Centre & Mosque(RCCM), Stepney Employment

Type: Full -Time
Salary: Negotiable

Applicants must be fluent in both Bengali and Arabic. Fluency in English will be considered an advantage RCCM is seeking to appoint a dedicated and knowledgeable Second Imam to join our team.
This is an excellent opportunity to contribute to a vibrant and growing community.

Application process: Interested candidates are invited to send their CV to redcoatcommunitycentre@googlemail.com by 20th April 2026.

Please note that the job's key responsibilities will be shared at a later stage with shortlisted candidates only.

For further details please contact: 02077908577 or 07853248067

LS Londonium Solicitors

আপনার যে কোনো আইনি
সহায়তার জন্যে যোগাযোগ করুন
Mobile: 07438 163 373

PRACTICE AREAS:
- Immigration & Asylum
- Criminal Defence
- Family
- Children (Public & Private)
- Medical Negligence (No win no fee)
- Housing
- Personal Injury (No win no fee)
- Litigation
- Business & Employment
- Landlord & Tenant
- Mental Health

LEGAL AID SERVICES:
- Police Station Representation & Criminal Defence
- Family & Children Law
- Immigration & Asylum
- Mental Health
- Housing
- Welfare Benefits
- Debt

Emdadul Hussain Forhad
Legal Consultant at Londonium Solicitors
Barrister-at-Law of Lincoln's Inn (NP)
BPC, LLM - University of Law
LLM in Commercial Law - UWE Bristol
LLB(Hons) - BPP University

07438 163 373
020 7377 5055
forhad@londoniumsolicitors.co.uk
www.londoniumsolicitors.co.uk
Unit 1, 14-16 (Ground & First floor)
1, 13 Adler St, London E1 1EG

HFA HALAL FOOD AUTHORITY

Symbol of authenticity

GLOBALLY RECOGNISED
HALAL CERTIFICATION BODY

HFA APPROVED
HALAL FOOD AUTHORITY

HALAL FOOD FOUNDATION

Unit 15, Linen House, 253 Kilburn Lane, Queen's Park,
London, W10 4BQ, UK, 0044 (0) 2084467127
www.halalfoodauthority.com

Eid Mubarak

عيد مبارك

Eid Mubarak

On behalf of Halal Food Authority, we would like to extend our heartfelt wishes to you and your loved ones on this special occasion of Eid.

KUSHIARA INTERNATIONAL TRAVELS

Always At Your Service

Our Service

+88 029 9770 0392
+8801313-088874
+8801313-088875
+8801313-088876
+8801313-088877

We Are Open
6 Days in Week
10.00 am To 6.00 pm
Saturday to Thursday

- International & Domestic Airline Tickets
- Hotel Booking
- Tour Packages
- Airport Pickup & Drop
- Passport Service

IATA ATAB Biman US-BANGLA NOVOAIR Emirates QATAR BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES KUWAIT

Bangladesh Office Sylhet : 43/A, Block - 2, Kumarpara, Sylhet

KUSHIARA TRAVELS LTD.

Trevels * Cargo * Money * Transfer * Courier * Service

WE ARE TRUSTED FOR BIMAN & ANY OTHER AIRLINES TICKETS.

For More Information

Hotline 0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile 07956 304 824
Whatsapp Only.
07908 854321

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

kushiaratravel@hotmail.com

Worldwide Money Transfer
SEND MONEY
FAST, SAFE & SECURE

We Provide
Hotel Booking
Transport Service
DHL
Cargo Service
No Visa Required (NVR)

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates SAUDIA

Kushiara Uk Office: 319, Commercial Road, London, E1 2PS. + 44 020 7790 1234

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

18 Tapestry Way, London E1 2FJ
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

ট্রাইব্যুনালে ‘আয়নাঘরে’ নির্যাতনের বর্ণনা

হয় ‘জঙ্গি’ স্বীকারোক্তি দিবি, নয়তো কেটে সাগরে ভাসিয়ে দিব

ঢাকা, ৫ মে : ‘হয় জঙ্গি হিসেবে স্বীকারোক্তি দিবি, নয়তো তোকে কেটে টুকরো টুকরো করে সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হবে অথবা এখানে রেখে পাগল বানিয়ে ঢাকা শহরে ছেড়ে দেওয়া হবে। ঢাকা শহরের অধিকাংশ পাগল আমাদের তৈরি।’ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দাঁড়িয়ে র‍্যাবের টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেলে চালানো রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের এই ভয়াবহ বর্ণনা দিলেন মুফতি শফিকুল ইসলাম। তিনি এই মামলার চার নম্বর সাক্ষী।

গতকাল সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মো: মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীর একক বেঞ্চ ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় চতুর্থ সাক্ষী হিসেবে তিনি এই জবানবন্দী প্রদান করেন।

শফিকুল ইসলাম কওমি মাদরাসা থেকে দাওরা হাদিস পাস করা একজন মুফতি এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে তিনি পূর্বাচলের মারকাজুস সুনান মাদরাসার প্রিন্সিপাল এবং মসজিদের ইমাম ও খতিব।

জবানবন্দীতে তিনি জানান, ১৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে এশার নামাজের পর তিনি মোহাম্মদপুর থেকে পূর্বাচলের উদ্দেশে রওনা হন। রাত আনুমানিক ৮টা ৩৫ মিনিটে জাপান গার্ডেন সিটির কাছে রিকশা থেকে নেমে বাসে ওঠার সময় কিছু লোক তাকে ঘেরাও করে। একজন পরিচয় জানতে চাইলে অপরজন বলে, ‘সোজা গাড়িতে ওঠ, নইলে গুলি করে দিবো।’ এরপর তাকে একটি হাইয়েস মাইক্রোবাসে তুলে ফোন ছিনিয়ে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। একপর্যায়ে তারা নিজেদের প্রশাসনের

লোক পরিচয় দেয় এবং বলে, ‘অফিসার তোর সাথে ২-৪ ঘণ্টা কথা বলবে, এরপর তোকে মাদরাসায় দিয়ে আসবো।’

যাত্রাপথে কাপড় দিয়ে তার চোখ শক্ত করে বেঁধে দুই হাতে হ্যান্ডকাফ লাগানো হয়। একটি অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে তাকে ৮-১০ কদম ডানে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উপরে, পুনরায় ডানে ঘুরে লম্বা সিঁড়ি বেয়ে একটি স্টিলের দরজার ভেতর নেয়া হয়। সেখানে তার পোশাক পরিবর্তন করে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত একটি পুরী এবং একটি গেঞ্জি পরিয়ে দেয়া হয়।

তাকে ৪/১১ ফিট আয়তনের একটি সেলে রাখা হয়। সেখানে তাকে সবজি ও মাছ দিয়ে খাবার দেয়া হতো এবং নির্দেশ দেয়া হতো ‘উলটো দিকে ফিরে খাবার খেয়ে নে, পেছনের দিকে তাকাবি না।’ এমনকি খাবার শেষে হাত ধোয়া পানি পর্যন্ত তাকে খেয়ে ফেলতে বাধ্য করা হতো। প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনে হ্যান্ডকাফ দিয়ে গ্রিলে আঘাত করে শব্দ করার নিয়ম ছিল।

আটকের ২-৩ দিন পর তাকে ৪/৪ ফিট আয়তনের অন্য একটি কক্ষে নেয়া হয়, যার দেয়াল ছিল কালো এবং মেঝেতে তারকাঁটা লাগানো। সেখানে একটি ওয়াল ফ্যান এবং কোণায় একটি স্টিলের ইলেকট্রিক চেয়ার ছিল। সেখানে তাকে জঙ্গি স্বীকারোক্তি দিতে চাপ দেয়া হয় এবং লাঠি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করা হয়।

কর্মকর্তারা তাকে হুমকি দিয়ে বলেন, ‘এই চেয়ারে বসিয়ে শায়খ আব্দুর রহমান ও জসিম উদ্দিন রহমানীকে সার্ফ এক্সেল দিয়ে ধুয়ে সবকিছু বের করা হয়েছে, তোকেও তাই করা হবে।’ একপর্যায়ে মুফতি শফিকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে কর্মকর্তার পা জড়িয়ে ধরে বলেন, ‘আমার বাচ্চার বয়স মাত্র দুই মাস, ওকে এতিম করবেন না।; জবাবে তারা উপহাস করে বলে, ‘তোরা তো শহীদ হতে চাস, ছাত্রদের খাবারের দায়িত্ব আল্লাহর, নিজের চিন্তা কর।’

নির্যাতনের অংশ হিসেবে তাকে দীর্ঘ সময় ঘুমাতে দেয়া হতো না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে যেত। চোখ শক্ত করে বেঁধে রাখার কারণে অসহ্য মাথাব্যথা হতো এবং পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে চোখ বের হওয়ার উপক্রম হতো। তাকে জানানো হতো ঘুমালে পেছন দিকে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে লটকিয়ে রাখা হবে। শৌচাগার ও গোসলের জন্য মাত্র ৩ মিনিট সময় দেয়া হতো এবং সেই সময়েও তাকে পেটানো হতো। বাথরুমের ট্যাপ থেকে পানি খেতে দেয়া হতো এবং দাঁত পরিষ্কারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

বন্দী অবস্থায় কৌশলে চোখের কাপড় সামান্য সরিয়ে তিনি বিপরীত দিকের সেলে অন্য বন্দীদের দেখতে পান। দেয়ালের গায়ে আঙুল দিয়ে অক্ষর লিখে তিনি জানতে পারেন, তার পাশের সেলে ছিলেন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ার মেহেদী হাসান ডলার এবং অন্য সেলে ছিলেন শেরপুরের ঝিনাইগাতির সোহেল রানা। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দেওয়া এই জবানবন্দীটি শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে চলা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এ দিনে প্রসিকিউশনের পক্ষে ছিলেন গাজী এমএইচ তামীম, ব্যারিস্টার শাইখ মাহাদীসহ অন্যরা। আসামি পক্ষে ছিলেন, আমিনুল গনি টিটু, তাবারক হোসেনসহ অন্যরা।

গুমের এ মামলায় গ্রেফতার হয়ে ঢাকার সেনানিবাসের সাবজেলে আছেন ১০ জন। তারা হলেন- র‍্যাবের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ কামরুল হাসান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহাবুব আলম, কর্নেল কে এম আজাদ, কর্নেল আবদুল্লাহ আল মোমেন, কর্নেল আনোয়ার লতিফ খান (অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে), র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখার সাবেক পরিচালক কর্নেল মোঃ মশিউর রহমান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল ইসলাম সুমন ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ সারওয়ার বিন কাশেম।

শেখ হাসিনা ছাড়া পলাতক অন্যরা হলেন- শেখ হাসিনার প্রতিরক্ষাবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক ডিজি এম খুরশিদ হোসেন, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ব্যারিস্টার হারুন অর রশিদ ও র‍্যাবের সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবঃ) মোঃ খায়রুল ইসলাম।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349

Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmad Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ভূমিধস জয়

দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে যাক

ভারতের কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে গত ৪ মে। রয়েছে বাংলাদেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফলও। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে রাজ্যে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। পশ্চিমবঙ্গে এটিই তাদের প্রথম বিজয়।

ফলে প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গ শাসন করবে বিজেপির রাজ্য সরকার।

ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে ভোট হওয়া ২৯৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ২০৭টি আসন। অন্যদিকে তৃণমূল পেয়েছে ৮০টি আসন। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি একই দিনে ভারতের তামিলনাড়ু, কেরালা, আসাম ও পুদুচেরিতেও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে।

তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে চমক দেখিয়েছে সুপারস্টার থালাপতি বিজয়ের নতুন দল তামিলাগা ভেত্রি কাঝাগাম (টিভিকে)। ডিএমকে ও এআইএডিএমকের মতো ঐতিহ্যবাহী দলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে রয়েছে দলটি। সেখানে ২৩৪টি আসনের মধ্যে থালাপতি বিজয়ের দল টিভিকে ১০৮টি আসন পেয়েছে। কেরালায় ১৪০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) ৮৯টি আসন পেয়েছে।

আসামে ১২৬টি আসনের মধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ পেয়েছে ১০২টি আসন। পুদুচেরিতে ৩০টি আসনের মধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট ১৮টি আসন পেয়েছে।

বাংলাদেশের বড় সীমান্ত ধরে অবস্থান করা পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশি মানুষের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। গণমাধ্যম ও সমাজমাধ্যমের আলোচনায়ও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিজয়কে দিল্লিও অনেক বড় করে দেখছে।

ফল ঘোষণার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাঙালিয়ানা পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বিজয় উদযাপন করেন। কেন্দ্রীয় নেতারা মিষ্টিমুখ করেন। এ সময় মোদি বলেন, 'বাংলায় রাজনৈতিক হিংসায় অনেক জীবন নষ্ট হয়েছে, এবার বদলা নয়, বদল।' অর্থাৎ তিনি পশ্চিমবঙ্গে এবার দিনবদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘাতের খবর পাওয়া গেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের 'দুর্গ' বলে পরিচিত একাধিক অঞ্চল দখলে নেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। উভয় দলই নিজেদের প্রার্থী ও সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ করেছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, বিজেপি তাঁদের অন্তত ১০০ আসনের ফলাফল চুরি করেছে। অন্যদিকে বিশ্লেষকরা দাবি করছেন, ১৫ বছরের শাসনামলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের অনেক ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। এই নির্বাচনে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেছেন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় যে-ই বিজয়ী হোক না কেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না। সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ভারতের একান্তই অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

নির্বাচনে জয়-পরাজয় থাকবেই। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসনের পর এসেছিল তৃণমূল। ভবিষ্যতে আবারও পরিবর্তন হবে। কিন্তু দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাব থাকতে পারে না। দীর্ঘ অভিন্ন সীমান্ত নিয়ে ভারত আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ। আমরা চাই দুই দেশের সম্পর্ক উত্তরোত্তর আরো ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় হোক।

প্রধানমন্ত্রীর 'গরম চেয়ার' ও 'ইতিহাসের ফয়সালা'

সোহরাব হাসান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শেষ হয়েছে ৩০ এপ্রিল, ২৫ কার্যদিবসে। এই অধিবেশনে অনেকগুলো বিল পাস হয়েছে, অনেক বিতর্ক হয়েছে; কিন্তু এই মুহূর্তে জনজীবনের জ্বলন্ত সংকট নিয়ে কথা কমই হয়েছে বলে ধারণা করি। উদাহরণ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জ্বালানিসংকট, হামের প্রাদুর্ভাব, হাওরে বন্যার পানিতে ফসল ভেসে যাওয়া, বেকারত্ব ও নিত্যপণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতির কথা বলা যায়।

বরং সংসদ অধিবেশনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় হয়েছে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, সাংবিধানিক আদেশ ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের বৈধতার প্রশ্ন, সংসদ সদস্যদের এক না একাধিক শপথ নেওয়া, গণভোট বড় না জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইত্যাদি নিয়ে। বিরোধী দল শুরুতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ দাবি করলেও পরে তাঁর ভাষণের ওপর আলোচনায়ও সক্রিয় অংশ নিয়েছে।

সরকারি দল সম্ভবত চেয়েছে, বিরোধী দল জনজীবনের সমস্যা নিয়ে কম কথা বলুক। এ কারণে শুরুতেই বিরোধী দলকে সেসব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত রেখেছে, যা নিকট বা দূরবর্তী অতীত। তারা বিরোধী দলের দুর্বলতাটি ভালো করে জানে। এ কারণে আলোচনাটি অতীতবন্দী করে রাখতে সচেষ্ট থেকেছে এবং অনেকটা সফলও হয়েছে। প্রকৃতার্থে সরকারি দল সেসব বিষয়েই আলোচনা দীর্ঘ করেছে, যেখানে তাদের জবাবদিহির প্রশ্ন কম। আর যেসব বিষয় তাদের জন্য কিছুটা অস্বস্তিকর, সেসব বিষয় 'হবে' 'করব' বলে দ্রুত শেষ করে দিয়েছে।

তবে সব ক্ষেত্রে এটা হয়নি। যেসব ক্ষেত্রে উভয়েই রাজনৈতিকভাবে লাভজনক মনে করেছে, সেখানে তারা পরস্পর হাতে মেলাতে দ্বিধা করেনি। যেমন উপজেলা পরিষদে এমপি সাহেবদের জন্য 'আলাদা কক্ষ', আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করা। অথচ অন্তর্বর্তী সরকার যখন এই অধ্যাদেশ জারি করেছিল, তখন বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা বলেছিলেন, তাঁরা আইন করে কোনো দল নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী নন। কিন্তু এখন তাঁরা সেই অধ্যাদেশেই সায় দিলেন।

সরকারি দল যেদিন রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব এনেছিল, সেদিন বিরোধী দল সংসদ অধিবেশন বর্জন করেছিল এই দোহাই দিয়ে যে 'ফ্যাসিস্ট' সরকারের রাষ্ট্রপতিকে তারা গ্রহণ করতে পারে না। অবিলম্বে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। তাদের এই রাজনৈতিক অবস্থান শেষ পর্যন্ত অটুট থাকেনি। অধিবেশনের শেষ দিন যখন রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে ভোটাভুটি হলো, বিরোধী দল ক্ষীণকণ্ঠে 'না' ধ্বনি দিলেও বর্জন করেনি। ধন্যবাদ প্রস্তাবটি সহজেই পাস হয়ে যায়।

সংসদের রেওয়াজ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে এবং বছরের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ভাষণ দিয়ে থাকেন। ধারণা করাই যায়, সেই ভাষণ ক্ষমতাসীন দল রচিত। অতীতে আবদুর রহমান বিশ্বাস, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদও ক্ষমতাসীন দল রচিত ভাষণ জাতীয় সংসদে পড়েছেন এবং তা নিয়ে বিস্তর আলোচনাও হয়েছে।

এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। তিনি সরকারি দলের লিখিত ভাষণ পড়া শেষে নিজের মন্তব্যও জুড়ে দিতেন। বলতেন, গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে সরকারি ও বিরোধী দলকে একযোগে কাজ করতে হবে। পরমতসহিষ্ণুতা দেখাতে হবে।

বর্তমান সংসদে যাঁরা বিরোধী দলে আছেন, তাঁরা গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য দাবি করছেন। বিএনপির ৩১ দফা ও জুলাই সনদেও এই ভারসাম্যের কথা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে যখন সংসদে তোতা পাখির মতো সরকারি দলের লিখিত ভাষণ পড়তে হয়, তখন ভারসাম্য হবে কী করে? বিরোধী দলের কেউ এ প্রশ্ন তুলেছেন বলে মনে পড়ে না। ভবিষ্যতে যদি কোনো গবেষক রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংসদ দেওয়া ভাষণ বিশ্লেষণ করেন, তিনি কী চিত্র পাবেন? আমাদের দেশে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ও গণতন্ত্র বিচারও বদলে যায়।

সংসদ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গণতন্ত্রকে সফল করতে সরকারি ও বিরোধী দলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই সংসদকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। সংসদ যতই সার্বভৌম হোক না কেন, সরকার সফল না হলে সংসদও সফল হতে পারে না। সংসদ নেতা নিজের চেয়ারের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'দেখলে মনে হয় এই চেয়ারে বসতে আরাম। কিন্তু এই চেয়ারটিতে বসলে মনে হয়, প্রতি মুহূর্তে আগুনের তাপ আসছে।'

সংসদ নেতা অবশ্য আগুনের তাপটি কোথা থেকে আসছে সেটা স্পষ্ট করেননি। সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে মনে হয় না, তাঁরা খুব তাপ ছড়াতে পেরেছেন। বরং তাঁরা সরকারি দলের 'আক্রমণ' ঠেকাতেই বেশি সময় ব্যয় করেছেন। বিরোধী দল প্রথম দিকে কিছুটা আক্রমণাত্মক থাকলেও শেষ দিকে রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালন করেছে।

সে ক্ষেত্রে আগুনের তাপটি বিরোধী দল থেকে আসার সম্ভাবনা কম। তাপটি আসার সম্ভাবনা আছে সরকারি দলের পক্ষ থেকেই। সংসদে নয়। সরকারে। নির্বাচনের আগে বিএনপি জনগণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেগুলো যদি পূরণ করতে না পারে, জনজীবনের সমস্যা যদি আরও প্রকট হয়, চেয়ারে আগুনের তাপ বাড়বে; যদি সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের মাস্তানি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, খুনখারাবি রোধ করতে না পারে, তাহলে আগুনের তাপ বাড়বে।

সংসদ নেতা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, তিনি জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে চান না, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে চান; কিন্তু গত আড়াই মাসে সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তে সাময়িক জনতুষ্টির বিষয়টিই অগ্রাধিকার পেয়েছে। কঠিন চ্যালেঞ্জগুলো যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলেছে। আমরা যখন এসব কথা বলছি, তখন এটাও মনে রাখছি যে সরকারের বয়স তিন মাসও হয়নি। এরই মধ্যে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ জ্বালানিসংকট প্রকট করে তুলেছে।

সংসদ নেতার ভাষণের আগে বিরোধী দলের নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান কথা বলেন এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও আগামী বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অধিক বরাদ্দের দাবি জানান। তাঁর এ দাবি, অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। একটি দেশের গোটা জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ বাড়ানোর বিকল্প নেই।

কিন্তু বিরোধী দলের নেতা যখন ইতিহাস ইতিহাসের জায়গায় রেখে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেন, তখনই খটকা লাগে। তিনি বাহাত্তরের সংবিধানকে সম্মান না জানাতে জিয়াউর রহমানের দোহাই দিয়েছেন। জিয়াউর রহমান বাহাত্তরের সংবিধানের খোলনলচে বদলাননি। চতুর্থ সংশোধনীর আগের জায়গায় নিয়ে গেছেন। এর অর্থ বাহাত্তরের সংবিধানকে অস্বীকার করা নয়। তবে শফিকুর রহমান একটি কারণে জিয়াউর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন, বাহাত্তরের সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। জিয়া সামরিক ফরমানবলে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন।

শফিকুর রহমান তাঁর ভাষণে সাতচল্লিশকে স্মরণ করেছেন, একাত্তরকে নয়। বলেছেন, 'সাতচল্লিশ এই ভূখণ্ড দিয়েছে।' কিন্তু তাঁর জানার কথা, সাতচল্লিশ ভূখণ্ড দিলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ দেশের মানুষের ওপর যে ঔপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাতচল্লিশকে অস্বীকার করেই একাত্তর এসেছে। ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে সাতচল্লিশকে স্মরণ করব; কিন্তু আত্ম ও মননে ধারণ করব একাত্তরকে। যাঁরা সাতচল্লিশ ও একাত্তরের ফারাক বোঝেন না, তাঁদের ইতিহাস বিচার যে দেশের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের সঙ্গে মিলবে না, এটা হলফ করে বলা যায়।

এ কারণেই ইতিহাসকে ইতিহাসের জায়গায় রেখে নয়, ইতিহাসের ফয়সালা করেই আমাদের ভবিষ্যৎ পথনকশা তৈরি করতে হবে।

সোহরাব হাসান কবি ও সাংবাদিক

লন্ডনে ইউকে এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা প্রামাণ্যচিত্র ‘মামুন : ইন প্রেইজ অব শ্যাডোজ’

যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত ২৮তম ইউকে এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ২০২৬-এ সেরা প্রামাণ্যচিত্রের পুরস্কার জিতেছে ‘মামুন: ইন প্রেইজ অব শ্যাডোজ’। প্রখ্যাত বাংলাদেশি পোর্ট্রেট আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন-এর জীবন ও শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই চলচ্চিত্রের পরিচালক ব্রিটিশ-বাংলাদেশি নির্মাতা মকবুল চৌধুরী। চলচ্চিত্রটির যুক্তরাজ্যে প্রদর্শনীর তথ্যও আগে নিশ্চিত করা হয়েছিল।

রোববার (৩ মে) লন্ডনের দ্যা গার্ডেন সিনেমা-এ বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে ছবিটির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনী শেষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এটিকে সেরা প্রামাণ্যচিত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উৎসব আয়োজক প্রতিষ্ঠান টাংস অন ফায়ার এ বছরের আয়োজন পরিচালনা করে। প্রদর্শনীর আগে পরিচালককে নিয়ে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনায় অংশ নেন প্রযোজক সিদ্ধার্থ জৈন এবং কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন-এর গ্লোবাল সিনেমা স্টাডিজ বিভাগের রিডার ড. অ্যাশভিন দেবাসুন্দরম। আলোচনায় বক্তারা নাসির আলী মামুনের আলোকচিত্রকে আলো-আঁধারের অনন্য শিল্পভাষা হিসেবে অভিহিত করেন।

তারা বলেন, নাসির আলী মামুনের ক্যামেরা মানুষের মুখাবয়বের গভীরে প্রবেশ করে সময়, ইতিহাস ও সত্যকে ধারণ করেছে। আর এই প্রামাণ্যচিত্র সেই দীর্ঘ শিল্পযাত্রার এক মননশীল ও নান্দনিক দলিল।

প্রদর্শনীতে লন্ডনসহ আশপাশের বিভিন্ন শহর থেকে আসা প্রবাসী বাংলাদেশি দর্শক ও উৎসবসংশ্লিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রেক্ষাগৃহটি পূর্ণ হয়ে ওঠে।

চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন নাসির আলী মামুন। সত্তরের দশকেই দেশে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফিকে একটি স্বতন্ত্র শিল্পধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার ক্যামেরায় ধারণ হয়েছে দেশের ও বিশ্বের অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি।

পরিচালক মকবুল চৌধুরী ব্যক্তিগত অর্থায়নে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। এ সময়ে তিনি ঢাকা, কলকাতা, প্যারিস ও নিউইয়র্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে গিয়ে নাসির আলী মামুনের শিল্পজীবন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং গুণীজনদের সঙ্গে তার সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরেন।

পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি জানিয়ে মকবুল চৌধুরী বলেন, “এত শক্তিশালী প্রামাণ্যচিত্রের ভিড়ে এই স্বীকৃতি পাওয়া সত্যিই আবেগের। আনন্দে চোখে পানি চলে আসার মতো অবস্থা হয়েছিল।”

এবারের উৎসবের প্রতিপাদ্য ছিল ‘স্টোরিজ দ্যাট বাইন্ড আস’ যা বিভিন্ন সংস্কৃতি, সম্প্রদায় ও প্রজন্মের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে এমন গল্পগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। দক্ষিণ এশীয় চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে ইউকে এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

‘মামুন: ইন প্রেইজ অব শ্যাডোজ’ শুধু একটি জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র নয়; এটি একজন শিল্পীর সৃষ্টিশীল জগৎ, নান্দনিকতা ও দর্শনের গভীরে প্রবেশের এক অনন্য প্রয়াস। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের শিল্পচর্চাকে নতুনভাবে তুলে ধরারও একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্য বিএনপির ৪১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির যুক্তরাজ্য শাখার ৪১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গত বুধবার (২৯ এপ্রিল) বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের অনুমোদনক্রমে ও মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে কমিটি ঘোষণার এই তথ্য জানানো হয়। আবুল কালাম আজাদকে আহ্বায়ক এবং খসরুজ্জামান খসরুকে সদস্যসচিব করে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, মুজিবুর রহমান মুজিব, আলহাজ তৈমুছ আলী, শাহ আখতার হোসেন টুটুল, আক্তার হোসেন, অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন, গোলাম রব্বানী আহমেদ সোহেল, শরীফুজ্জামান চৌধুরী তপন, এম এ মুকিত, এমদাদ হোসেন টিপু, মো. তাজুল ইসলাম, শেখ শামসুদ্দিন শামিম, কাজী ইকবাল হোসেন দেলোয়ার, আতিকুর রহমান চৌধুরী পাপ্পু, আবেদ রাজা, মো. ফয়জুল হক, শহিদুল ইসলাম মামুন, কামাল উদ্দিন, দেওয়ান মোকাদ্দিম চৌধুরী নিয়াজ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, গুলজার আহমেদ খান, মিজবাহুজ্জামান সোহেল, হাসনাত কবির খান রিপন, ড. মুজিবুর রহমান, আসাদুজ্জামান আহমেদ, সালেহ আহমদ জিলান, শামসুর রহমান মাহতাব, সালেহ গজনবী, ফখরুল ইসলাম বাদল, ফেরদৌস আলম, শেখ আলী আহমেদ, বাবুল আহমেদ চৌধুরী, সেলিম আহমদ, শামীম আহমেদ, সোহেল আহমেদ সাদিক, ডালিয়া লাকুরিয়া, খিজির আহমদ, হাবিবুর রহমান হাবিব, ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন, তোফাজ্জল আলম।

এর আগে গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর আবুল কালাম আজাদকে আহ্বায়ক এবং খসরুজ্জামান খসরুকে সদস্যসচিব করে যুক্তরাজ্য বিএনপির আংশিক আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

তখন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘শিগগির’ পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

EST. 2001
Reg. No: 09766837

জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে
ZAKIGONJ WELFARE ASSOCIATION UK

www.zakigonjwelfareassociation.co.uk

জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ ২০২৫-২০২৮

শিহাব আহমদ চৌধুরী সাবু
উপদেষ্টা

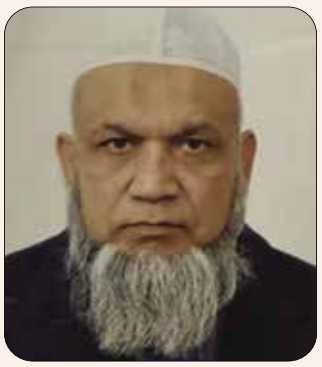
মাওলানা শেহাব উদ্দিন
উপদেষ্টা

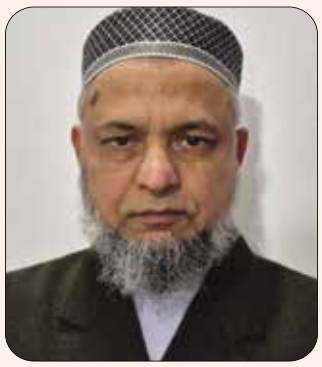
মাওলানা ফখরুল হাসান চৌধুরী রুতবা
উপদেষ্টা

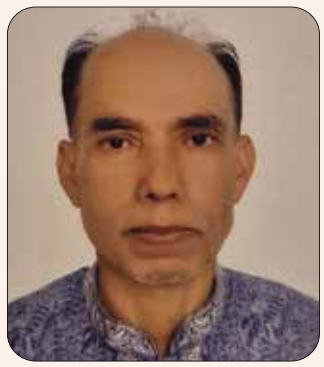
আব্দুল বাছিত চৌধুরী
উপদেষ্টা

বাবুল আহমদ
উপদেষ্টা

কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু
সভাপতি

মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ
সাধারণ সম্পাদক

রাসেল আলম চৌধুরী বাবু
কোষাধ্যক্ষ

মাও: মো. আব্দুল আউয়াল হেলাল
সহ-সভাপতি

শামীম শাহান
সহ-সভাপতি

বদরুজ্জামান চৌধুরী জামান
সহ-সভাপতি

সেলিম আহমদ তাপাদার
সহ-সভাপতি

মাও: ফরিদ আহমদ চৌধুরী
সহ-সভাপতি

ফারুক আহমদ
সহ-সভাপতি

মোঃ আব্দুল লতিফ লছনু
সহ সভাপতি

কাজী আব্দুল আজিজ আবিদ
সহ সভাপতি

এ কে এম মাছুম
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

মাওঃ মোঃ মোছলেহ উদ্দিন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

আব্দুল বাছিত মুকুল
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

হাসনাত চৌধুরী
সহ সাধারণ সম্পাদক

শাহ সালাহ উদ্দিন সোহেল
সহ সাধারণ সম্পাদক

দেলওয়ার লস্কর দিনার
সহ কোষাধ্যক্ষ

মাও: মুজতবা হাসান চৌধুরী নোমান ফুলতলী
সাংগঠনিক সম্পাদক

মোঃ কামরুল আজিজ
সাংগঠনিক সম্পাদক

শামীম আহমদ চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক

মোঃ ময়নুল হক
সাংগঠনিক সম্পাদক

আহমেদ ওয়াহিদুজ্জামান সোমেল
সাংগঠনিক সম্পাদক

মোঃ আশরাফুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক

এনায়াতুল কিবরিয়া চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক

জামিল আহমদ আনসারী
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক

মাও মাহমুদুর রহমান চৌধুরী
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক

মাও: হাবিবুর রহমান হুমায়দ
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক

মকছুদ আহমেদ
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক

আবু আদনান চৌধুরী
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক

মোঃ আব্দুল লতিফ
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক

সাইদুর রহমান সাহেদ
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

আমানত হোসেন চৌধুরী
সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

মোঃ আলম উদ্দিন
সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

এ কে এম মারুফ
সদস্য সম্পাদক

নজমুল ইসলাম সুমন
সহ সদস্য সম্পাদক

মোঃ হারুনুর রশিদ
ওয়েলফেয়ার সম্পাদক

আমিনুল ইসলাম রাহি
সহ ওয়েলফেয়ার সম্পাদক

মাও হাফিজ আবুল হাসান
ধর্ম সম্পাদক

মাও হা: আহমদ আল ইব্রাহিম চৌধুরী কায়কোবাদ
সহ ধর্ম সম্পাদক

এ কে এম আল মামুন
শিক্ষা সম্পাদক

মোঃ আব্দুল মুমিন
সহ শিক্ষা সম্পাদক

বদরুল আলম চৌধুরী বুলবুল
ক্রীড়া সম্পাদক

মাহির মাজেদ তিহাম
সহ ক্রীড়া সম্পাদক

আফজল আহমদ চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

আহমদ আল দবির
সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক

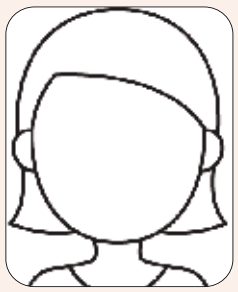
তানজিনা বেগম চৌধুরী
মহিলা সম্পাদিকা

শাহরিযার লস্কর ফারদিন
যুব বিষয়ক সম্পাদক

মোঃ রুহুল আমিন
সহ যুব বিষয়ক সম্পাদক

মাও হা: বাহলুল আহমদ হুমাইদী
ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক

মুর্শেদ আলম মুন্না
সহ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক

মোঃ এবাদ উদ্দিন
আন্তর্জাতিক সম্পাদক

শাহরুল আমিন চৌধুরী শাকিল
সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক

মোঃ মুমিনুল ইসলাম নমিক
অফিস সম্পাদক

মোঃ জাকির হুসেন
সহ অফিস সম্পাদক

মাওলানা মোঃ আব্দুর রব
নির্বাহী সদস্য

মোঃ হারুনুর রশিদ
নির্বাহী সদস্য

মসিউর রহমান শাহিন
নির্বাহী সদস্য

হামিদুর রহমান চৌধুরী আজাদ
নির্বাহী সদস্য

মোঃ আতিকুর রহমান চৌধুরী
নির্বাহী সদস্য

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমন
নির্বাহী সদস্য

নজমুল জামান
নির্বাহী সদস্য

মাওলানা বদরুল হক খাঁন
নির্বাহী সদস্য

আশিক আহমদ
নির্বাহী সদস্য

মাও: হাফিজ ফয়জুর রহমান
নির্বাহী সদস্য

মোঃ আলতাফ হোসেন
নির্বাহী সদস্য

শ্রী চিত্রাদীপ পুরকায়স্থ ঝুমুর
নির্বাহী সদস্য

বুলবুল আহমদ
নির্বাহী সদস্য

বিশিষ্ট সাংবাদিক এম জি কিবরিয়াকে সম্মাননা প্রদান

ব্রিটেনে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শিক্ষা, সমাজসেবা ও গণমাধ্যমে দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ এম জি কিবরিয়াকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেছে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি চ্যারিটি সংগঠন আর এ ফাউন্ডেশন।

এম জি কিবরিয়া বর্তমানে নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশি টিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (নেবট্রা) ও লিডস বাংলা প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট, চেতনা সমাজকল্যাণ সংস্থা যুক্তরাজ্যের চেয়ারম্যান, চ্যানেল এস টেলিভিশনের ইয়র্কশায়ার ব্যুরো প্রধান এবং প্রথম আলোর সাবেক যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গত ৩ মে রোববার, ইস্ট লন্ডনের দর্পণ মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আর এ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রবীণ সাংবাদিক রহমত আলী।

বাংলাদেশি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন ইউকের ট্রেজারার প্রফেসর মিসবাহ কামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য দেন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য ও এলবিটিভির উপস্থাপক এনাম চৌধুরী, সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, সাংবাদিক তাওহিদ আহমদ, কমিউনিটি নেতা ফারুক মিয়া ও আবুল বাশার প্রমুখ। বক্তারা এম জি কিবরিয়ার ধারাবাহিক অবদানের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে সিলেট বিভাগে শিক্ষার প্রসারে তার মরহুম বাবা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল মঈনুল ইসলামকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

অফস্টেড পরিদর্শনে 'স্ট্রং স্ট্যান্ডার্ড' অর্জন করলো টাওয়ার হ্যামলেটসের হলিডে চাইলডকেয়ার টিম

টাওয়ার হ্যামলেটসের হলিডে চাইলডকেয়ার টিম তাদের সর্বশেষ অফস্টেড পরিদর্শনে অত্যন্ত ইতিবাচক সাফল্য অর্জন করেছে। কঠোর নতুন পরিদর্শন কাঠামোর অধীনে পরিচালিত এই মূল্যায়নে সেবাটিকে 'স্ট্রং স্ট্যান্ডার্ড' বা শক্তিশালী মানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এই পরিদর্শনে দেখা যায়, টিমটি কেবলমাত্র ন্যূনতম মান পূরণই নয়, বরং নিয়মিতভাবে তাদের মূল দায়িত্বের বাইরে গিয়েও উচ্চমানের সেবা প্রদান করছে। অফস্টেড-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, "স্ট্রং স্ট্যান্ডার্ড" মানে হলো সংশ্লিষ্ট সেবা প্রত্যাশিত মানের চেয়েও ভালো ভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং শিশুদের জন্য উন্নত মানের পরিবেশ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের আওতাধীন এই হলিডে চাইলডকেয়ার স্কিমটি শিশুদের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মানসম্মত যত্ন ও কার্যক্রম প্রদান করে। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য এখানে খেলার ভিত্তিক শিক্ষা, শারীরিক কার্যক্রম, সৃজনশীল কাজসহ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটি অফস্টেড-নিবন্ধিত এবং ৩ থেকে ১৩ বছর বয়সী শিশুদের জন্য স্কুল ছুটির সময়ে সেবা প্রদান করে।

কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অর্জন পুরো টিমের নিষ্ঠা, প্রশিক্ষণ এবং শিশুদের কল্যাণে ধারাবাহিক কাজেরই প্রতিফলন। শিশুদের নিরাপত্তা, শেখার সুযোগ এবং আনন্দদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করাই তাদের প্রধান অগ্রাধিকার।

এদিকে, আসন্ন মে হাফ-টার্মে পরিচালিত হতে যাওয়া হলিডে চাইলডকেয়ার স্কিম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে। অভিভাবকদের সময়মতো আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:

এই স্বীকৃতি টাওয়ার হ্যামলেটসের শিশু যত্ন সেবার মানকে আরও একধাপ এগিয়ে নিল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাবেক সিনাগগে ইহুদিবিদ্বেষী অগ্নিসংযোগের ঘটনায়

টাওয়ার হ্যামলেটস মেয়রের নিন্দা

টাওয়ার হ্যামলেটস বারার নেলসন স্ট্রিটে অবস্থিত একটি সাবেক সিনাগগ অর্থাৎ ইহুদী কমিউনিটির এক সময়কার উপাসনালয়ে ভোরে সংঘটিত অগ্নিসংযোগের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান।

পুলিশ জানিয়েছে, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে যে, গত মঙ্গলবার ভোর ৫টা ৮ মিনিটে সংঘটিত এই হামলাটি ইচ্ছাকৃত ছিল। ঘটনার তদন্তে তারা কাউন্সিলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। এই সাবেক সিনাগগ বা উপাসনালয়টি ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কয়েক বছর ধরে এটি বন্ধ রয়েছে।

নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "সাবেক ইস্ট লন্ডন সেন্ট্রাল সিনাগগে সংঘটিত এই ন্যক্কারজনক ইহুদিবিরোধী হামলায় আমি হতবাক ও গভীরভাবে মর্মাহত। এই সিনাগগ উপাসনালয় হিসেবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিক্রি করা হয়েছিল।

"আমি সাবেক এই উপাসনালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং তাদের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি। পাশাপাশি পুরো ইহুদি কমিউনিটির প্রতি আমার সংহতি প্রকাশ করছি।"

"এই ঘটনায় কারও কাছে কোনো তথ্য থাকলে, অনুগ্রহ করে ১০১ নম্বরে ফোন করে দ্রুত পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা মেট্রোপলিটন পুলিশ, আমাদের ইন্টারফেইথ ফোরাম এবং টেনশন মনিটরিং গ্রুপের সঙ্গে একযোগে কাজ করছি, যাতে সাবেক উপাসনালয়ের আশপাশে বাড়তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং ইহুদি বাসিন্দা ও ধর্মীয় অংশীদারদের সহায়তা দেওয়া যায়। বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করতে সেখানে পুলিশের পাশাপাশি আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটস এনফোর্সমেন্ট অফিসারদের দৃশ্যমান টহল বাড়ানো হবে।"

নির্বাহী মেয়র আরো বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটসের শক্তি নিহিত রয়েছে আমাদের বৈচিত্র্য, সকলকে স্বাগত জানানোর ইতিহাস, এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পারস্পরিক সম্মানের সংস্কৃতিতে। কেবল স্ট্রিটের যুদ্ধ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত - সব ধরনের ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়ানোর গর্বিত ইতিহাস রয়েছে আমাদের পূর্ব লন্ডনের সম্প্রদায়ের।

পড়াইতে চাই
Wanted to teach
Year 1 to GCSE, Maths and English
Expert and more than 15 years experience in teaching.
Extra care will be taken for inattentive students.
Please contact: Sadath Al Mamun
GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons)LL.M (First Class First)
Contact: Phone: 07817 922 277
42-4'24

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

Community Development Initiative
WOULD YOU LIKE TO REGISTER YOUR ORGANISATION AS A CHARITY
আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠানকে চ্যারিটি রেজিষ্টার করতে চান?
আমাদের সাথে আজই যোগাযোগ করুন
07462069 736
87 Burdett Road
London E3 4JN

SWF SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
"WE REPRESENT YOUR VOICE"
OUR SERVICES:
IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT

London Office: 19 Henrique Street Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office: 41A (First Floor), Queensway, Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR
www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk
Call US Today
020 80904780

জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সাধারণ সভা ও নির্বাচন সম্পন্ন

জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৫ সম্পন্ন হয়েছে। গত ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ রোববার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে এবং সহসভাপতি মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছের যৌথ পরিচালনায় সভা শুরু হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সদস্য মাওলানা হাফিজ আবুল হাসান। স্বাগত বক্তব্য দেন সহসভাপতি শামীম শাহান।

সভায় বিগত মেয়াদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ এবং আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন কোষাধ্যক্ষ মাওলানা মোছলেহ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলার সুলুক আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সাবেক স্পিকার মোঃ আহবাব হোসেন, কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ইমদাদুল হক চৌধুরী, সাবেক ডেপুটি মেয়র মোঃ শাহিদ আলী এবং কাউন্সিলার মোহাম্মদ চৌধুরী।

এছাড়া বক্তব্য দেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুর রব, মসিউর রহমান শাহীন, হামিদুর রহমান চৌধুরী আজাদ, সহসভাপতি মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক এ কে এম মাছুম, সহ সাধারণ সম্পাদক ও সদস্যসচিব হাসনাত চৌধুরী, সদস্য আব্দুল লতিফ লছনু, এনায়েতুল কিবরিয়া চৌধুরী, শ্রী চিত্রাদীপ পুরকায়স্থ ঝুমুর এবং মো. রুহুল আমিন।

বক্তারা সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। সভার শেষে সভাপতি হারুনুর রশিদ বর্তমান কার্যকরী কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন কমিশনার শিহাব আহমদ চৌধুরী সাবু, মাওলানা শেহাব উদ্দিন এবং মো. আব্দুল বাছিত চৌধুরী ২০২৫-২০২৮ মেয়াদের জন্য নতুন কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করেন। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মো. আব্দুল কুদ্দুছ এবং কোষাধ্যক্ষ রাসেল আলম চৌধুরী বাবু। তাঁদের সঙ্গে ৬৭ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের নামও ঘোষণা করা হয়। উপদেষ্টারা হলেন- শিহাব আহমদ চৌধুরী সাবু, মাওলানা শেহাব উদ্দিন, মাওলানা

ফখরুল হাসান চৌধুরী রুতবা, আব্দুল বাছিত চৌধুরী এবং বাবুল আহমদ।

নতুন কার্যকরী কমিটিতে সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল, শামীম শাহান, বদরুজ্জামান চৌধুরী, সেলিম আহমদ তাপাদার, মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী, ফারুক আহমদ, মো. আব্দুল লতিফ লছনু ও কাজী আব্দুল আজিজ আবিদ।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন এ কে এম মাছুম, মাওলানা মো. মোছলেহ উদ্দিন ও আব্দুল বাছিত মুকুল। সহ সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন হাসনাত চৌধুরী ও শাহ সালাহ উদ্দিন সোহেল। সহ কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দেলওয়ার লস্কর দিনার।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মাওলানা মুজতবা হাসান চৌধুরী নোমান ফুলতলী, মো. কামরুল আজিজ, শামীম আহমদ চৌধুরী, মো. ময়নুল হক, আহমেদ ওয়াহিদুজ্জামান সোমেল, মো. আশরাফুর রহমান ও এনায়েতুল কিবরিয়া চৌধুরী। সহ সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন মাওলানা মাহমুদুর রহমান চৌধুরী, জামিল আহমদ আনসারী, মাওলানা হাবিবুর রহমান হুমায়দ, মকছুদ আহমেদ, আবু আদনান চৌধুরী ও মো. আব্দুল লতিফ।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হয়েছেন সাইদুর রহমান সাহেদ। সহকারী প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আমানত হোসেন চৌধুরী ও মো. আলম উদ্দিন। সদস্য সম্পাদক হয়েছেন এ কে এম মারুফ এবং সহ সদস্য সম্পাদক নজমুল ইসলাম সুমন।

ওয়েলফেয়ার সম্পাদক হয়েছেন মোঃ হারুনুর রশিদ এবং সহ ওয়েলফেয়ার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রাহি। ধর্ম সম্পাদক হয়েছেন মাওলানা হাফিজ আবুল হাসান এবং সহ ধর্ম সম্পাদক মাওলানা হাফিজ আহমদ আল ইব্রাহিম চৌধুরী কায়কোবাদ।

শিক্ষা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন এ কে এম আল মামুন এবং সহ শিক্ষা সম্পাদক মো. আব্দুল মুমিন। ক্রীড়া সম্পাদক হয়েছেন বদরুল আলম চৌধুরী বুলবুল এবং সহ ক্রীড়া সম্পাদক মাহির মাজেদ তিহাম।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আফজল আহমদ চৌধুরী এবং সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক আহমদ আল দবির। মহিলা সম্পাদিকা হয়েছেন তানজিনা বেগম চৌধুরী।

যুববিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন শাহরিয়ার লস্কর ফারদিন এবং সহ যুববিষয়ক সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন। ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন মাওলানা হাফিজ বাহলুল আহমদ হুমাইদী এবং সহ ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মুর্শেদ আলম মুন্না।

আন্তর্জাতিক সম্পাদক হয়েছেন মোঃ এবাদ উদ্দিন এবং সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক শাহরুল আমিন চৌধুরী শাকিল। অফিস সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোঃ মুমিনুল ইসলাম নমিক এবং সহ অফিস সম্পাদক মোঃ জাকির হুসেন।

নির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন মাওলানা মোঃ আব্দুর রব, মোঃ হারুনুর রশিদ, মসিউর রহমান শাহিন, হামিদুর রহমান চৌধুরী আজাদ, মো. আতিকুর রহমান চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমন, নজমুল জামান, মাওলানা বদরুল হক খান, আশিক আহমদ, মাওলানা হাফিজ ফয়জুর রহমান, মোঃ আলতাফ হোসেন, শ্রী চিত্রাদীপ পুরকায়স্থ ঝুমুর ও বুলবুল আহমদ।

পরে নবনির্বাচিত সভাপতি কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ এবং কোষাধ্যক্ষ রাসেল আলম চৌধুরী বাবু তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে র‍্যাফেল ড্রয়ের বিজয়ী আব্দুল বাছিত মুকুল, বুলবুল আহমদ ও আবিদুর রহমানকে মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরীর মালিকানাধীন রিহ আল মদিনা কোম্পানির পক্ষ থেকে উপহার প্রদান করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Why visit a branch to send money to Bangladesh?

Get registered & send money online from anywhere within the UK

SAVE
Time & Travel Cost
Enjoy better rate

www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6

B A Exchange (UK)
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, London E1 1DT

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)

حلال
HALAL

আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।

WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER

ALL SEASON FOODS

88 Mile End Road,
London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

টাওয়ার হ্যামলেটসে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত উৎসব জুনে, জিতে নিন ৫০টি মিউজিক ডে পাস

টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় এই জুনে সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতার আয়োজন করবে। স্থানীয় ছোট ছোট ভেন্যুগুলো রূপ নিবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে, যেখানে বিশ্বজুড়ে শিল্পীরা তাদের সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

১ থেকে ৬ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বখ্যাত

এসএক্সএসডব্লিউ লন্ডন. যা ইউরোপের অন্যতম শীর্ষ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত। ব্যবসা, প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা এবং সংস্কৃতির মিলনস্থল হিসেবে এই ইভেন্ট প্রতি বছরই ব্যাপক সাড়া ফেলে। এবারের আয়োজনেও থাকছে বৈচিত্র্যময় সঙ্গীত পরিবেশনা, যা বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ধারার প্রতিনিধিত্ব করবে।

মিউজিক প্রোগ্রামে থাকছে ডালাসের র‍্যাপ থেকে শুরু করে ফিনল্যান্ডের 'বানি মেটাল', কোরিয়ান পপ আইডলদের পরিবেশনা, দক্ষিণ এশীয় হাউস মিউজিক এবং উদীয়মান আফ্রোবিটস শিল্পীদের মনমুগ্ধকর পরিবেশনা। ফলে সঙ্গীতপ্রেমীরা এক মঞ্চেই উপভোগ করতে পারবেন বিশ্বসঙ্গীতের নানা রঙ।

এদিকে, লাভটাওয়ারহ্যামলেটস্ উদ্যোগ এবং এসএক্সএসডব্লিউ লন্ডন-এর আয়োজকরা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নিয়ে এসেছে বিশেষ সুযোগ। তারা মোট ৫০টি মিউজিক ডে পাস বিনামূল্যে জেতার সুযোগ দিচ্ছে, যার মাধ্যমে বিজয়ীরা এই আন্তর্জাতিক উৎসবের অংশ হতে পারবেন। এই ওয়েবসাইট ভিজিট করে পাস্ জেতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য বিশ্বমানের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা আরও সহজলভ্য করা এবং স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করাই মূল লক্ষ্য।

যারা সঙ্গীত ভালোবাসেন এবং বিশ্বমানের লাইভ পারফরম্যান্স উপভোগ করতে চান, তাদের জন্য এটি হতে পারে জীবনের অন্যতম সেরা সুযোগ। তাই আগ্রহীদের দ্রুত অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টাওয়ার হ্যামলেটসে চারদিনের বিশেষ কর্মসূচি

'মৃত্যু ও শোক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা'

মৃত্যু ও শোক নিয়ে কথা বলা অনেক সময় সামাজিকভাবে এড়িয়ে যাওয়া বিষয় হিসেবে বিবেচিত হলেও এটি মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক ও সার্বজনীন অভিজ্ঞতা। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আগামী সপ্তাহে পালিত হতে যাচ্ছে ডাইং ম্যাটার্স সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৬।

এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- "লেটস টক অ্যাবাউট ডেথ অ্যান্ড ডাইং" অর্থাৎ "চলুন মৃত্যু ও মৃত্যুর বিষয় নিয়ে কথা বলি"। এই উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেটসে চার দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে, যা চলবে ৪ থেকে ১০ মে পর্যন্ত।

টাওয়ার হ্যামলেটস লাইব্রেরি এবং টাওয়ার হ্যামলেটস সিমেট্রি পার্ক যৌথভাবে এই আয়োজন করছে, সহযোগিতায় রয়েছে "লেটস ডিসকাস ডেথ" নামের একটি কমিউনিটি উদ্যোগ।

আয়োজকদের মতে, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো সব বয়সের মানুষের মধ্যে মৃত্যু, জীবনের শেষ পর্যায়, শোক ও মানসিক চাপ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা তৈরি করা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

চার দিনব্যাপী এই বিনামূল্যের কর্মসূচিতে থাকবে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সেশন, কমিউনিটি কথোপকথন, এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, যেখানে

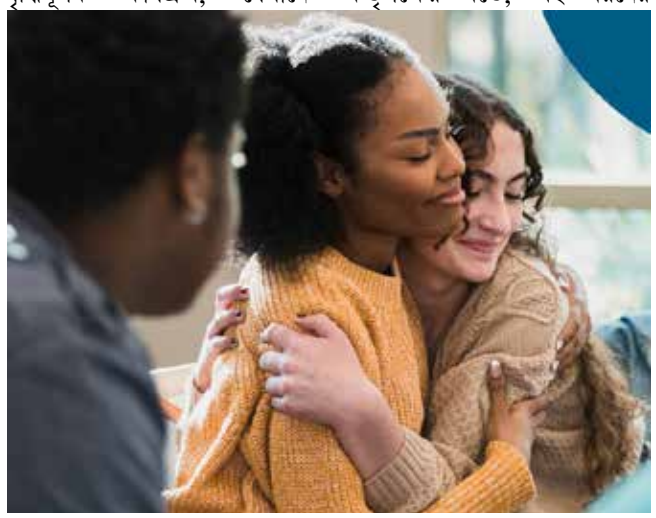

অংশগ্রহণকারীরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারবেন এবং মানসিক সহায়তা সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, সব অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, তবে অংশগ্রহণের জন্য আগেই টিকিট বুক করার অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে সুষ্ঠুভাবে আয়োজন সম্পন্ন করা যায়। টিকেট বুক করতে ইভেন্টব্রাইট এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে মৃত্যুকে ঘিরে থাকা নীরবতা ভাঙতে এবং শোক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে আরও সহানুভূতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ALAM PROPERTY
MAINTENANCE LTD

ALL BUILDING WORK UNDERTAKEN

Our Service

- Plumbing-Heating & Gas Services
- Boiler Repair & Servicing
- Central Heating Power Flushing
- Bathroom & Kitchen Fittings
- Roofing-Gutter Repair & Cleaning
- Decking-Paving-Gardening-Fencing-Gates
- Architectural Design & Planning
- Lights-Switches-Sockets Fixtures
- Loft-Extension & Carpentry
- Painting-Decorating
- Wood & Laminate Flooring-Wall Tilling
- Doors-Locks-Handles Supply & Fitting
- Appliance Repairs
- Sink-Drain Unblocking
- Gas & Electric Certificates

07957148101 E-mail: alampropertymaintenance@gmail.com

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

লন্ডনে প্রযুক্তি টিম ও আই লেভেল ড্রাইভিংয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

দেশ ডেস্ক, ৩০ এপ্রিল ২০২৬: লন্ডনে প্রযুক্তি টিম ও আই লেভেল ড্রাইভিং-এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত এপ্রিল সোমবার রাত ৮টায় রমফোর্ডের আই লেভেল ড্রাইভিং-এর হলরুমে যার এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকের ফলে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক ড্রাইভিং লার্নিং জার্নি নিশ্চিত করতে যৌথভাবে কাজ করবে এ দুটি প্রতিষ্ঠান।

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আসাদুজ্জামান খান এবং প্রযুক্তি টিমের ফাউন্ডার ও সিইও হাসান জুবায়ের। এসময় উপস্থিত ছিলেন ব্র্যান্ডস ল্যান্সার মার্কেটিং টিমের কর্ণধার ইফতেখার সিদ্দিকী।

জানা গেছে, প্রযুক্তি টিম অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ড্রাইভিং থিওরি, ডিজিটাল ও লাইফ-স্কিল ট্রেনিং প্রদান করবে। যাতে বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীরা সহজে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুল ডিভিএসএ-অনুমোদিত প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে আধুনিক অটোমেটিক গাড়িতে প্র্যাকটিক্যাল ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে লন্ডনে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ, প্রায় ৯২% পাস রেট এবং ৪.৯ গড় রেটিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন করেছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এই যৌথ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের জন্য "থিয়োরি থেকে প্র্যাকটিক্যালপর্যন্ত সম্পূর্ণ শেখার অভিজ্ঞতা" তৈরি করা। এই মডেলের মাধ্যমে প্রযুক্তি টিম শিক্ষার্থীদের থিওরি শেখাবে এবং আই লেভেল ড্রাইভিং তাদের প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ফলে শিক্ষার্থীরা একটি সহজ, কার্যকর এবং আত্মবিশ্বাসপূর্ণ শেখার পথ পাবে।

আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আসাদুজ্জামান খান বলেন, আমরা চাই শিক্ষার্থীরা সহজ ও স্ট্রেস-ফ্রি উপায়ে ড্রাইভিং শিখুক। প্রযুক্তি টিমের সাথে এই অংশীদারিত্ব আমাদের সেই লক্ষ্যকে আরও শক্তিশালী করবে।

অন্যদিকে প্রযুক্তি টিমের ফাউন্ডার ও সিইও হাসান জুবায়ের বলেন, আমরা যুক্তরাজ্যে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা বাংলা ভাষায় ড্রাইভিং থিওরি লেসন প্রদান করছি, সঙ্গে রয়েছে মানি-ব্যাক গ্যারান্টি। আই লেভেল ড্রাইভিং স্কুল লিমিটেডের সাথে কাজ করে আমরা বাংলা কমিউনিটির জন্য আরও উন্নত, সহজ এবং নির্ভরযোগ্য সেবা দিতে পারবো। একটি সম্পূর্ণ লার্নিং সলিউশন তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য। আর এই সহযোগিতা সেই যাত্রায় একটি বড় পদক্ষেপ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে জানা যায়, উভয় প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগকে আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে এবং নতুন কোর্স, প্রযুক্তি ও সেবা যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের জন্য আরও উন্নত সুযোগ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টাওয়ার হ্যামলেটস বাসিন্দাদের জন্য বড় সুযোগ

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ৫৯০০ পাউন্ড পর্যন্ত শিক্ষা অনুদান দিচ্ছে টিএইচসিডব্লিউএফইটি

টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সহজ করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি চালু রয়েছে। টাওয়ার হ্যামলেটস অ্যান্ড ক্যানারি ওয়ার্ফ ফার্দার এডুকেশন ট্রাস্ট (টিএইচসিডব্লিউএফইটি) এর মাধ্যমে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য শিক্ষা সহায়তা অনুদানের আবেদন বর্তমানে খোলা রয়েছে। এই উদ্যোগটি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এবং ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপ-এর যৌথ সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দারা কোর্স ফি এবং পড়াশোনা সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন।

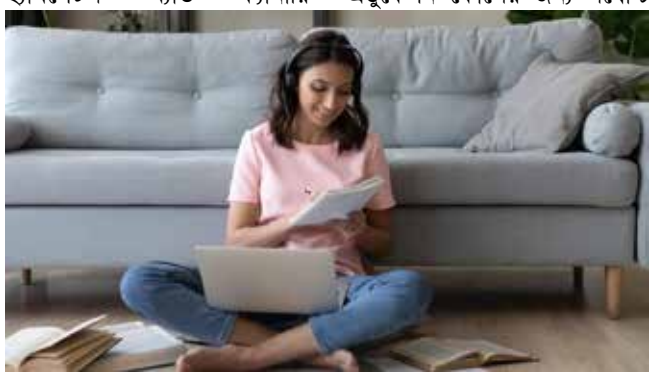

এই স্কিমের আওতায় ফারদার এডুকেশন কোর্সের জন্য সর্বোচ্চ ৩৮০০ পাউন্ড পর্যন্ত, হায়ার এডুকেশন কোর্সের জন্য সর্বোচ্চ ৫২০০ পাউন্ড পর্যন্ত এবং পোস্টগ্রাজুয়েট কোর্সের জন্য সর্বোচ্চ ৫৯০০ পাউন্ড পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়। যেসব আবেদনকারী মূলধারার স্টুডেন্ট ফাইন্যান্স -এর জন্য যোগ্য নন, তারা কোর্স ফি সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় পঁচিশ হাজার পাউন্ডের নিচে, তারা মেইনটেন্যান্স সহায়তার জন্য বিবেচিত হতে পারেন।

আবেদনকারীদের অবশ্যই টাওয়ার হ্যামলেটসে কমপক্ষে তিন বছর বসবাসের প্রমাণ দিতে হবে এবং অন্যান্য যোগ্যতার শর্ত প্রযোজ্য থাকবে। সাধারণভাবে যাদের যুক্তরাজ্যে থাকার অনুমতিতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তারা আবেদন করতে পারবেন না। একইভাবে, যেসব শিক্ষার্থী স্টুডেন্ট ফাইন্যান্স বা মেয়রস' এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড-এর মতো সরকারি সহায়তা পেতে পারেন, তাদের ক্ষেত্রে এই ট্রাস্ট সাধারণত অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রদান করে না।

এই অনুদানের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৬ জুন ২০২৬। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যারা সেপ্টেম্বর থেকে নতুন কোনো এডুকেশন বা ট্রেনিং কোর্স শুরু করতে যাচ্ছেন এবং অর্থনৈতিকভাবে সমস্যায় আছেন, তাদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ। তাই আগ্রহীদের সময়মতো আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই প্রয়োজনীয় ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট নিশ্চিত করা যায়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

HAMLET ACCOUNTANTS
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers
ACCA
Our Services:
- Limited Company Accounts
- Self Assesment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax
266-268 Bethnal Green Road
London E2 OAG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal
*Special discount for Minicab and Small businesses
*FREE Tax and Business Consultancy Services

বৃটেনের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক
সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
প্রতি শুক্রবার সকল মসজিদে সপ্তাহজুড়ে গ্রোসারী শপে
বিজ্ঞাপনে বিশেষ অফার
যোগাযোগ করুন
07940 782 876, 020 3540 0942

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
Tareq Chowdhury
Principal
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

আলতাব আলী দিবস উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেটসে মাসব্যাপী কর্মসূচি

টাওয়ার হ্যামলেটসে মে মাসজুড়ে পালিত হচ্ছে আলতাব আলী দিবস, যার মাধ্যমে স্মরণ করা হচ্ছে বর্ণবাদী সহিংসতার শিকার আলতাব আলীর জীবন ও সংগ্রাম। ১৯৭৮ সালে সংঘটিত এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড পূর্ব লন্ডনের সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং বর্ণবাদ ও ঘৃণার বিরুদ্ধে স্থানীয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে।

৪ মে আলতাব আলীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলতাব আলী পার্কে আয়োজিত হবে বিশেষ স্মরণসভা। এদিন পুষ্পস্তবক অর্পণ, বেহালা সংগীত পরিবেশন এবং বিভিন্ন

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করা হবে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাস তুলে ধরা এবং বর্ণবাদবিরোধী চেতনা জাগ্রত রাখা। এছাড়াও, ৫ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ব্রাডি আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে একটি বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনী, যার শিরোনাম 'ফাইটিং ফ্যাসিজম: কমিউনিটি রেজিস্ট্যান্স ইন ১৯৭৮'। এই প্রদর্শনীতে ১৯৭৮ সালের আন্দোলন, প্রতিবাদ এবং স্থানীয় মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হবে। দর্শনার্থীরা এখানে সেই সময়কার বাস্তব চিত্র ও সংগ্রামের ইতিহাস কাছ থেকে জানতে পারবেন। উল্লেখ্য, আলতাব আলীর হত্যাকা– টাওয়ার হ্যামলেটসসহ সমগ্র পূর্ব লন্ডনে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলনের সূচনা করে। এর ফলে বিভিন্ন কমিউনিটি একত্রিত হয়ে ঘৃণা ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, যা পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যের বর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আয়োজকদের মতে, আলতাব আলী দিবস শুধু একটি স্মরণ দিবস নয়, বরং এটি একটি বার্তা - সমাজে সহনশীলতা, ঐক্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে'র নতুন কমিটি গঠিত

অধ্যাপক সফিকুল হক স্বপনকে সভাপতি, সলিসিটর আবুল কালাম রোকনকে সাধারণ সম্পাদক এবং ফয়সল উদ্দীনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে চ্যারেটি সংগঠন বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকের ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের নতুন কার্য্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে । গত ৫ মে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টের হলরুমে বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে'র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা পীরজাদা হোসেন আহমদের সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ জাকারিয়া খানের সঞ্চালনায় সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফয়সাল উদ্দীন।

দুই পর্বের দ্বি-বার্ষিক এ সভার শুরুতে বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে'র সাধারণ সম্পাদক সদ্যপ্রয়াত সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমনের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এছাড়া বিগত মেয়াদের চ্যারিটিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয় এবং সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ সলিসিটর আবুল কালাম রুকন সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।

দ্বি-বার্ষিক সভার দ্বিতীয়পর্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব ফাইজ মোহাম্মদ রহমান, নির্বাচন কমিশনার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুহেল রহমান ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আবু রহমান নতুন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হোসেন রানার নাম ঘোষণা করেন এবং আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণার অনুরোধ করা হয়। এ ছাড়া সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নির্বাচিত হন সদ্যসাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা পীরজাদা হোসেন আহমেদ।

সভায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা

পীরজাদা হোসেন আহমেদ, ফাইজ এম রহমান, অধ্যাপক সফিকুল হক স্বপন, সুহেল রহমান, সৈয়দ এনাম হোসেন, সোহরাব হোসেন, ফরিজ আলী, ফখরুল আলম, শাহাব উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী ময়না, হাফিজ লিয়াকত, ইউসুফ জাকারিয়া খান, জাকির হোসেন, আজিজুর রহমান, আব্দুল মানিক, সালা উদ্দীন এনাম, সলিসিটর আবুল কালাম রুকন, মাহমুদ হোসেন রানা, ফয়সাল উদ্দীন ও আবু রহমান।

চ?্যারিটি সংগঠন বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে'র নব নির্বাচিত সভাপতি অধ?্যাপক সফিকুল হক স্বপন তার প্রতিক্রিয়া ব?্যক্ত করে বলেন, তিনি ফাউন্ডেশনের লক্ষ?্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে চান এবং সেজন?্য তিনি সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করেন।

সভার শেষ পর্যায়ে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে মিষ্টি মুখ করানো হয় এবং নৈশভোজ শেষে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

দুশ্চিন্তা বিভ্রান্তি অশান্তিতে আল্লাহর ওপর ভরসা

শায়খ আবদুল কাইয়ুম

আমরা অনেক সময় দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয়, নিজের ব্যর্থতার অনুভূতি এবং মনের অশান্তির মধ্যে থাকি। কখনো কখনো ইবাদতের সময়ও আমরা কষ্ট পাই। নামাজে দাঁড়াই, কিন্তু মন বসে না। কুরআন খুলি, কিন্তু হৃদয় দূরে থাকে। তবুও আমরা অনেক সময় শান্তি খুঁজি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও, আর ভুলে যাই সেই সত্তাকে, যিনি আসল শক্তি, সাহায্য এবং পথনির্দেশের মালিক।

রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের এই উম্মাহকে কোনো দিকনির্দেশনা ছাড়া রেখে যাননি। তিনি হৃদয়ের রোগগুলো চিনিয়ে দিয়েছেন এবং তার স্পষ্ট ও বাস্তব সমাধানও শিখিয়েছেন। সেই সমাধান হলো-আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, তাঁর ওপর পুরোপুরি ভরসা করা এবং তাঁর ফয়সালার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া।

কিন্তু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মানে কী? এর মানে হলো-পূরো বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো উপকার বা ক্ষতি আমাদের কাছে আসতে পারে না। জীবনের প্রতিটি বিষয়-সফলতা, ব্যর্থতা, সুখ, কষ্ট-সবই আল্লাহর হাতে। শুধু কষ্টের সময় নয়, সুখের সময়েও তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া। নিজের দুর্বলতা বুঝে তাঁর ইবাদত করা।

এ কারণেই আমরা প্রতিদিন নামাজের প্রতিটি রাকাতে এই দোআ পড়ি। "আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, এবং শুধু তোমার কাছেই সাহায্য চাই।" (কুরআন ১:৫)

একবার চিন্তা করুন-আমরা দিনে বহুবার স্বীকার করছি যে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমরা ঠিকভাবে ইবাদতও করতে পারি না। আমরা বলছি: "হে আল্লাহ, তোমার সাহায্য ছাড়া আমি ভালোভাবে নামাজও পড়তে পারি না।"

একজন আলেম বলেছেন: "যাকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, সে ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে।" আরেকজন বলেছেন: "আমি অবাক হই সেই ব্যক্তির ওপর, যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় না, কিন্তু মুক্তি আশা করে।"

আমাদের বুঝতে হবে-আমরা দুর্বল। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (কুরআন ৪:২৮)

আপনি আপনাকে যতই শক্তিশালী ভাবুন না কেন-আপনার সম্পদ, স্বাস্থ্য, অবস্থান-সবকিছু এক মুহূর্তে বদলে যেতে পারে।

তাহলে আমরা কোথায় ফিরব? আল্লাহ তায়ালা বলেন: "যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে-তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" (কুরআন ৬৫:৩)। আমাদের আসল শক্তি নিজের আত্মবিশ্বাসে নয়, বরং আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ ভরসায়।

রাসূল (সা:) বলেছেন: শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম ও আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়, তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ আছে।

তিনি আমাদের একটি সুন্দর পথনির্দেশ দিয়েছেন। যা উপকারী, তা অর্জনের চেষ্টা করো, আল্লাহর সাহায্য চাও, এবং হাল ছেড়ো না। যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে "যদি এমন করতাম" এসব বলো না। বরং বলো: আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তাই হয়েছে।"

কারণ "যদি" শব্দটি শয়তানের দরজা খুলে দেয়। অনুশোচনা আর দুঃখ বাড়ায়। কিন্তু মুমিন সেই দরজা বন্ধ করে দেয় আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থেকে।

আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া শুধু বড় বিষয় নয়-ছোট বিষয়েও। রাসূল (সা:) মুআয (রা:)-এর হাত ধরে বলেছিলেন: "আমি তোমাকে ভালোবাসি।" তারপর একটি দোআ শিখিয়েছিলেন: "হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করো যেন আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি।"

এমনকি আমাদের ইবাদতেও আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। রাসূল (সা:) আরও বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার সব প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে চায়-এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও। কিছুই ছোট নয়। প্রতিটি প্রয়োজনের জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে।

কারণ আল্লাহর ওপর ভরসা শুধু একটি কাজ নয়-এটি একটি সম্পর্ক। বলা হয়েছে, আল্লাহর ওপর ভরসা করা দ্বীনের অর্ধেক, আর বাকি অর্ধেক হলো তাঁর দিকে ফিরে আসা।

তাই আসুন, প্রতিটি দুশ্চিন্তায়, প্রতিটি বিভ্রান্তিতে আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসি। চারদিকে সমাধান খোঁজার আগে তাঁর সাথে সম্পর্ক ঠিক করি।

আমরা সব জায়গায় সমাধান খুঁজি, কিন্তু ভুলে যাই সেই সত্তাকে, যিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা সত্যিকারভাবে আপনার ওপর ভরসা করে। আমাদের অন্তরকে ঈমান দিয়ে শক্তিশালী করুন।

আমাদেরকে সাহায্য করুন যেন আমরা আপনাকে স্মরণ করতে পারি, কৃতজ্ঞ হতে পারি, এবং সুন্দরভাবে ইবাদত করতে পারি।

হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরে শান্তি দিন এবং আপনার যেকোনো সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি দান করুন। আমীন।

শায়খ আবদুল কাইয়ুম: প্রধান ইমাম ও খতীব, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার। জুমার খুতবা, ২৪ এপ্রিল ২০২৬।

শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে মজুরি বুঝিয়ে দিন

তোফায়েল গাজালি

মানবসভ্যতার বিনির্মাণে শ্রম ও শ্রমিকের অবদান অনস্বীকার্য। আজ পৃথিবীর বুকে যা কিছু দৃশ্যমান, সুরম্য অট্টালিকা থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর উৎকর্ষ তার প্রতিটি স্তরে মিশে আছে শ্রমিকের মেধা, নিষ্ঠা আর তপ্ত ঘাম। প্রতিবছর ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হলেও, আধুনিক বিশ্ব আজও শ্রমিক শ্রেণিকে একটি শোষণমুক্ত ও স্থায়ী সমাধান দিতে পারেনি। অথচ আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই ইসলাম শ্রম ও শ্রমিককে কেন্দ্র করে যে বৈপ্লবিক নীতিমালা প্রদান করেছে, তা আজও বিশ্বমানবতার জন্য আলোকবর্তিকা। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা শ্রমিককে শুধু 'উৎপাদনের হাতিয়ার' হিসাবে নয়, বরং 'আল্লাহর বন্ধু' হিসাবে ঘোষণা দিয়ে তাকে সর্বোচ্চ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা প্রদান করেছে।

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম বৈরাগ্যবাদ বা অলসতাকে কঠোরভাবে ঘৃণা করে। জীবিকা অন্বেষণের প্রচেষ্টাকে ইসলামে ইবাদতপরবর্তী অন্যতম আবশ্যিক কর্তব্য (ফরজ) হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন : 'অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (সূরা জুমা, আয়াত : ১০) । এ আয়াতটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে, আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি পার্থিব শ্রম ও কর্মতৎপরতা মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ ছাড়া মানুষের জন্মগত প্রকৃতিই হলো পরিশ্রমী হওয়া। আল্লাহ বলেন : 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।' (সূরা বালাদ, আয়াত : ৪)। অর্থাৎ মানুষের জৈবিক ও সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান মাধ্যম হলো শ্রম। পবিত্র কুরআনে একজন আদর্শ শ্রমিকের মৌলিক গুণাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'সর্বোত্তম শ্রমিক সে, যে দৈহিক দিক দিয়ে শক্ত-সামর্থ্য (দক্ষ) ও আমানতদার।' (সূরা কাসাস, আয়াত : ২৬)।

নবী-রাসূলগণের শ্রমনিষ্ঠ জীবন

শ্রমের মর্যাদার সবচেয়ে বড় দলিল হলো জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ নবী ও রাসূল। তারা কেউ অপরের ওপর বোঝা হয়ে থাকেননি, বরং নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। হজরত আদম (আ.) দুনিয়ার প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন পরিশ্রমী কৃষক। তিনি জমি চাষ ও শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেছেন।হজরত নুহ (আ.) তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কাঠমিস্ত্রি। তার তৈরি বিশাল নৌকা বা কিশতি আজ ইতিহাসের বিস্ময়। হজরত ইদরিস (আ.) তিনি ছিলেন দর্জি পেশার পথপ্রদর্শক। হজরত মূসা ও শুয়াইব (আ.) তারা দীর্ঘ সময় পশু পালন ও রাখাল হিসাবে কাজ করেছেন। হজরত দাউদ (আ.) তিনি লৌহশ্রমিক হিসাবে বর্ম তৈরি করতেন এবং নিজ হাতের কামাই খেতেন। আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন শ্রমের মূর্ত প্রতীক। তিনি শৈশবে মজুরির বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল ও ভেড়া চরাতেন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ দুনিয়াতে এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি।' (বুখারি)। পরবর্তী সময়ে তিনি একজন সফল ও সৎ ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। খন্দকের যুদ্ধে নিজ হাতে মাটি কাটা কিংবা নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন, কোনো সৎ কাজই তুচ্ছ নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘোষণা

রাসূলুল্লাহ (সা.) শ্রমিকের অধিকার শুধু মৌখিকভাবে ঘোষণা করেননি, বরং তাকে সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি শ্রমিকের কড়াপড়া হাতকে চুম্বন করে বলেছিলেন, এ হাত আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে প্রিয়। তিনি ঘোষণা করেছেন : শ্রমিক হলো আল্লাহর বন্ধু (আল-কাসিবু হাবিবুল্লাহ)।

একবার জনৈক সাহাবি নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন ধরনের উপার্জন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ?' নবীজি (সা.) প্রত্যুত্তরে বলেন, 'ব্যক্তির নিজ হাতে কাজ করা এবং সৎ ব্যবসা।' (সুয়ুতি)। হাদিসে আরও এসেছে, 'কারও জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতের কামাই খেতেন।' (মিশকাত)। এ শিক্ষাগুলো সমাজের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যবর্তী দেওয়াল ভেঙে দিয়ে শ্রমকে একটি পবিত্র ইবাদতে পরিণত করেছে।

ইসলামের শ্রমনীতি: ইসলাম শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে 'প্রভু ও দাসের' সম্পর্কের বিলোপ ঘটিয়ে এক মানবিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বন্ধন তৈরি করেছে। এর প্রধান স্তম্ভগুলো নিম্নরূপ :

পারিশ্রমিক পরিশোধে দ্রুততা

শ্রমিকের ঘামের মূল্য দেওয়াকে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরি পাওয়া তার প্রধান অধিকার। নবীজি (সা.)-এর নির্দেশ : 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও।' (ইবনে মাজাহ)। বর্তমান বিশ্বে বেতন নিয়ে যে টালবাহানা ও শ্রমিক শোষণ চলে, নবীজির এই একটি বাণী বাস্তবায়ন করলে তার চিরস্থায়ী সমাধান সম্ভব।

মানবিক ব্যবহার ও ভ্রাতৃত্ব

শ্রমিকরা মালিকের কেনা গোলাম নয়, বরং তারা তার ভাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং যার অধীনে কোনো ভাই থাকে, সে যা খায় তাকে যেন তা-ই খাওয়ায় এবং সে যা পরে তাকে যেন তা-ই পরায়।' এমনকি অধীনস্থদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী সম্পর্কে তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'অধীনস্থদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (ইবনে মাজাহ)।

সাধ্যাতীত কাজের বোঝা না চাপানো

ইসলামে শ্রমিকের শারীরিক সক্ষমতার দিকে লক্ষ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মালিক যেন শ্রমিকের ওপর এমন কোনো কাজের ভার না দেয়, যা তার জন্য অসহনীয়। যদি কোনো কঠিন কাজ দিতেই হয়, তবে মালিককে নিজেও সেই কাজে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহর হুঁশিয়ারি

শ্রমিক নিয়োগ করে তাকে দিয়ে পুরো কাজ করিয়ে নেওয়ার পর মজুরি না দেওয়া বা কম দেওয়া এক জঘন্যতম অপরাধ। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহতায়ালা বলেন : 'কিয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেণির মানুষের প্রতিপক্ষ হব। তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হলো, যে কোনো শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে পুরো কাজ আদায় করে নেয় কিন্তু তার পারিশ্রমিক প্রদান করে না।' (বুখারি)।

মহানবী (সা.)-এর অসিয়ত: একজন মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো থাকে তার বিদায়বেলার ভাষণে। হজরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখনো তিনি উম্মতকে দুটি বিষয়ে বারবার সতর্ক করেছেন। এক, নামাজ এবং দুই, অধীনস্থদের (শ্রমিকদের) প্রতি সদাচরণ ও তাদের অধিকার। (ইবনে মাজাহ)। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত (নামাজ) এবং সমাজসেবা (শ্রমিকের অধিকার) সমান্তরালভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রমিক ও মালিকের মাঝে ন্যায়বিচার

আজকের পুঁজিবাদী বিশ্বে শ্রমিকের শোষণ একটি বৈশ্বিক সংকট। মালিক পক্ষ অধিক মুনাফার নেশায় শ্রমিকের রক্ত চুষে নেয়, অন্যদিকে শ্রমিকরা ন্যায্য অধিকার আদায়ে অনেক সময় সহিংসতায় লিপ্ত হয়। ইসলাম এখানে ভারসাম্যের পথ দেখিয়েছে। মালিককে বলেছে পারিশ্রমিক দিতে কার্পণ্য না করতে, আর শ্রমিককে বলেছে কাজে ফাঁকি না দিতে এবং 'আমানতদার' হতে। মালিক যখন শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মর্যাদা দেবে, তখন শ্রমিকও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে কাজ করবে। এর ফলে সবার জীবনে শৃঙ্খলা ও বরকত আসবে।

পরিশেষে বলা যায়, একমাত্র ইসলাম ধর্মই শ্রম এবং শ্রমিকের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করে যথার্থ মূল্যায়ন করেছে। ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস শুধু এক দিনের আনুষ্ঠানিকতা হতে পারে, কিন্তু ইসলাম শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় প্রতিদিনের দায়বদ্ধতা তৈরি করেছে। নবী-রাসূলগণের সুন্নাহ অনুসরণ করে শ্রমকে সম্মান করা এবং কুরআনের নির্দেশানুযায়ী শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। শ্রমিকের ঘাম এবং মালিকের ইনসাফ, এ দুইয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠতে পারে একটি বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত এবং সমৃদ্ধ পৃথিবী। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলেই নিহিত আছে পৃথিবীর সব শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি ও স্থায়ী অধিকারের গ্যারান্টি।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান চূড়ান্ত সমঝোতা স্মারক

শেষ হচ্ছে যুদ্ধ

ঢাকা, ৬ মে : পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ শেষ করতে একটি সমঝোতা স্মারক নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। ফলে শিগগিরই শেষ হতে যাচ্ছে দুই মাসের বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধ।

মার্কিন গণমাধ্যম অ্যাক্সিওসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের একটি সূত্র, দুইজন মার্কিন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি সূত্র।

প্রতিবেদনে সূত্রগুলো জানায়, উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ করতে এক পাতার একটি সমঝোতা স্মারক (মেমোরেন্ডাম) নিয়ে আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে।

পাকিস্তানি সূত্রের ভাষায়, 'আমরা খুব শিগগির যুদ্ধ শেষ করতে যাচ্ছি। আমরা খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।'

অ্যাক্সিওসের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বাস করছে যে তারা ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে এক পাতার একটি সমঝোতা স্মারকের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে। এর আগে হরমুজ প্রণালিতে চলমান মার্কিন নৌ মিশন 'প্রজেক্ট ফ্রিডম' সাময়িকভাবে স্থগিত করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

অ্যাক্সিওস জানায়, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইরানের প্রতিক্রিয়া পাওয়ার আশা করছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এবং হোয়াইট হাউস তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি।

১৪ দফার সমঝোতা স্মারক

এক পাতার এই ১৪ দফার সমঝোতা স্মারকটি মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশন

এবং ইরানের কয়েকজন কর্মকর্তার মধ্যে সরাসরি ও মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আলোচনা করে তৈরি করা হচ্ছে।

বর্তমান খসড়া অনুযায়ী, এই স্মারকের মাধ্যমে অঞ্চলটিতে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

একই সঙ্গে একটি বিস্তারিত চুক্তির জন্য ৩০ দিনের আলোচনার সময় নির্ধারণ করা হবে।

এই আলোচনায় হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে জানা গেছে।

চুক্তির আওতায় ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমে সাময়িক বিরতি, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইরানের জব্দকৃত বিলিয়ন ডলার মুক্ত করার বিষয়ও থাকতে পারে।

পাশাপাশি এই প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধ উভয় পক্ষ ধীরে ধীরে তুলে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

সামরিক উত্তেজনা ও 'প্রজেক্ট ফ্রিডম'

চুক্তির আলোচনার সময় ৩০ দিনের মধ্যে ইরানের আরোপিত জাহাজ চলাচল নিষেধাজ্ঞা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা হতে পারে।

তবে আলোচনা ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র ফের অবরোধ আরোপ বা সামরিক অভিযান শুরু করতে পারবে।

এর আগে ট্রাম্প 'প্রজেক্ট ফ্রিডম' নামে একটি নৌ অভিযান শুরু করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল অবরুদ্ধ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করা। কিন্তু এই উদ্যোগ কার্যকর না হয়ে উল্টো ইরানের হামলা আরো বাড়িয়ে দেয়।

সাম্প্রতিক ঘটনায় একটি ফরাসি জাহাজ কম্পানি জানিয়েছে, তাদের একটি কনটেইনার জাহাজ প্রণালিতে হামলার শিকার হয়েছে এবং আহত নাবিকদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কূটনৈতিক তৎপরতা

চীনে সফরকালে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এ বিষয়ে সরাসরি কিছু না বললেও 'ন্যায়সংগত ও পূর্ণাঙ্গ চুক্তির' ওপর জোর দেন। তিনি সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছেন এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা কমাতে কূটনীতির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

অচল হরমুজ প্রণালি

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর থেকে ইরান কার্যত হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিজেদের জাহাজ ছাড়া অন্য সব জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয়।

এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রও ইরানি বন্দরগুলোতে পৃথক অবরোধ আরোপ করে। 'প্রজেক্ট ফ্রিডম' নামের ওই অভিযান চলাকালে ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একাধিক জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার মধ্যে একাধিক পণ্যবাহী জাহাজও ছিল।

এ ছাড়া ইরান সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতেও হামলা চালায়, বিশেষ করে প্রণালির বাইরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি বন্দরগুলোকে লক্ষ্য করে।

সৌদি ও আমিরাতের দ্বন্দ্বের নেপথ্যে কী

ঢাকা, ৬ মে : গত সপ্তাহে সংযুক্ত আরব আমিরাত যখন ওপেক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়, তখন এ পদক্ষেপের প্রভাব বিশ্বব্যাপী তেলের বাজারের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। এটি ছিল পারস্য উপসাগরের পরাশক্তি সৌদি আরবের সঙ্গে আমিরাতের একসময়ের ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্ব ভেঙে গিয়ে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হওয়ার সর্বশেষ ইঙ্গিত।

ঐতিহাসিকভাবে সৌদিই ছিল শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট ওপেকের প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর। তারা তাদের বিশাল উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বব্যাপী তেলের দামকে প্রভাবিত করেছে। তাই, এ সংস্থা থেকে আরব আমিরাতের বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি এমন একটি ব্যবস্থার প্রতি গভীরতর প্রত্যাখ্যানের ইঙ্গিত দেয়, যেটিকে দীর্ঘদিন ধরে সৌদি নেতৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করা হতো। চলতি মে মাস থেকে ওপেক ছাড়ার বিষয়টি কার্যকর হচ্ছে।

মঙ্গলবার দ্য নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে, সৌদি ও আমিরাতের নেতাদের মধ্যে এ মতপার্থক্য রাতারাতি ঘটেনি। এক দশক আগে সৌদির ক্ষমতাধর নেতা যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ও আমিরাতের নেতা শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদকে আদর্শগতভাবে একই মিত্র হিসেবে দেখা হতো। আরব বসন্তের অভ্যুত্থানগুলোকে তারা তাদের শাসনব্যবস্থার জন্য হুমকি হিসেবে দেখতেন। পরে অঞ্চলটিকে নতুন রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টায় উভয়েই ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দৃঢ়চেতা ও একমত। একসঙ্গে দুই নেতা ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। সন্ত্রাসবাদে সমর্থনের অভিযোগ তুলে তারা পারস্য উপসাগরীয় প্রতিবেশী কাতারকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যও যৌথভাবে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এ অভিযোগ কাতার বরাবর অস্বীকার করে আসছে। একসময় ইরানের বিরোধিতায়ও তারা একজোট ছিলেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। আঞ্চলিক যুদ্ধে দেশ দুটি ক্রমেই পরস্পরবিরোধী পক্ষকে সমর্থন করছে; তারা পরস্পরবিরোধী জ্বালানি কৌশল অনুসরণ করছে এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতা করছে।

কয়েক দশকে আমিরাতের দুবাই শহর মধ্যপ্রাচ্যে অর্থায়ন, সরবরাহ ব্যবস্থা ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রধান কেন্দ্র হয়। কিন্তু গত ১০ বছরে সৌদিকে ব্যবসা ও পর্যটনের এক শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত করতে যুবরাজ সালমানের ব্যাপক পরিকল্পনা দেশটিকে ক্রমবর্ধমানভাবে আমিরাতের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিয়েছে। এটা তো গেল বাণিজ্যের দিক। ভূরাজনৈতিক কৌশলও দ্বন্দ্ব বাড়ছে। গত ফেব্রুয়ারিতে দ্য নিউ আরবের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সৌদি ও আরব আমিরাতের (ইউএই) মধ্যকার দ্বন্দ্ব সূক্ষ্ম মতপার্থক্য ছাড়িয়ে আরও প্রকাশ্য ও গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়। যদিও শুরুটা হয়েছিল দক্ষিণ ইয়েমেনকে কেন্দ্র করে উদীয়মান প্রক্সি যুদ্ধ দিয়ে, এখন তা হর্ন অব আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সম্প্রতি তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য দূর করার প্রচেষ্টা একটি নীরব সমঝোতার দিকে ইঙ্গিত করলেও অন্তর্নিহিত প্রতিযোগিতা প্রশমিত হতে আরও বেশি সময় লাগতে পারে।

কেউ আমাদের আত্মসমর্পণ করাতে পারবে না: ইরানের প্রেসিডেন্ট

ঢাকা, ৬ মে : প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগের মার্কিন হুমকির কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান।

তিনি বলেছেন, 'কেউ আমাদের আত্মসমর্পণ করাতে পারবে না। শিয়া মতাদর্শের অনুসারীদের জোর করে বশীভূত করা সম্ভব নয়।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে পেজেশকিয়ান জানান,

তিনি ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সামরিক হুমকি প্রত্যাহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এদিকে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে তাদের নতুন নিরাপত্তা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই অঞ্চল ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ বন্ধ করা।

বিশ্লেষকদের মতে, চলমান উত্তেজনার মধ্যে যুদ্ধ এড়াতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যে আলোচনা চলছে, সেখানে হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা এখন অন্যতম বড় বিরোধের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

মমতাকে 'শাড়ি পরা ট্রাম্প' বলে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

ঢাকা, ৬ মে : বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে বড় ব্যবধানে হারের পরও পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির সাবেক সভাপতি ও খড়্গপুর সদরের বিধায়ক দিলীপ ঘোষ। মমতাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনযায়ী, বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা খড়্গপুর সদরের বিধায়ক দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতলেই নৈতিক। বাকি অনৈতিক। জনতার আশীর্বাদকে যিনি স্বীকার করেন না, রাজনীতিতে তার কোনও জায়গা নেই। তিনি হচ্ছেন শাড়ি পরা ট্রাম্প।

তিনি বলেন, ট্রাম্প যেমন হারার পরও সরেননি, লোকজনকে রাস্তায় নামিয়ে ঝামেলা করার চেষ্টা করেছিলেন। ইলেকশন কমিশন কড়া না হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনতাকে (রাস্তায়) নামিয়ে জোর করে দখল করতেন।'

সাধারণত নির্বাচনের পরে মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা দেন। যদি বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং তাকেই পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, তাহলে তিনি ফের শপথ নেন। নাহলে কুর্সি ছেড়ে দিতে হয়।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

এসময় তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি রাজভবনে যাবেন কিনা? সাধারণত নির্বাচনের পরে মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা দেন। যদি বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং তাকেই পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, তাহলে তিনি ফের শপথ নেন। নাহলে কুর্সি ছেড়ে দিতে হয়।

সে প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'কেন, কীসের জন্য? আমরা তো হারিনি যে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম, তাহলে আমি রেজিগশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাস নট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি গিয়ে রেজিগশনটা দিতে হবে - নো, নট দ্যাট। আমি এখনও বলতে চাই, আমরা নির্বাচনে হারিনি। জোর করে আমাদের হারানোর জন্য ওদের চেষ্টা এটা।'

নতুন বাংলাদেশের বাস্তবতা ও সুবিধাবাদের রাজনীতি

রাজু আলীম

বাংলাদেশ আজ এক জটিল অথচ সম্ভাবনাময় সময়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। গণ অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতা, নতুন সংসদ ও নতুন সরকারের যাত্রা, দীর্ঘদিনের ক্ষয়ে যাওয়া অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের দায়, বিশ্ববাণিজ্যের টালমাটাল পরিস্থিতি এবং ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার চাপ-সব মিলিয়ে রাষ্ট্র যেন একসঙ্গে একাধিক পরীক্ষার মুখোমুখি। এই বাস্তবতায় রাজনীতির ভাষা, আচরণ ও লক্ষ্য-সবকিছুকেই নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। কারণ পরিবর্তনের যে প্রত্যাশা সমাজে তৈরি হয়েছে, তার গতি বাস্তবায়নের গতির চেয়ে অনেক বেশি। আর এই ফারাকের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে বিতর্ক, সমালোচনা, সন্দেহ, কখনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভ্রান্তিও। গণ অভ্যুত্থান মানুষকে শুধু সরকার বদলের আশা দেয়নি, দিয়েছে রাষ্ট্রকে নতুন করে বোঝার আহ্বান। তাই প্রশ্নটি আর কেবল কে ক্ষমতায় এলো, তা নয়; প্রশ্ন হলো, এই ক্ষমতা কীভাবে ব্যবহার হবে, কার স্বার্থে হবে এবং কী ধরনের বাংলাদেশ নির্মাণের দিকে তা এগোবে। গণ অভ্যুত্থান কেবল একটি সরকারের পতন ঘটায়নি; এটি রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থা পুনর্গঠনের দাবিও তুলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে যে শাসনব্যবস্থাকে বহু মানুষ একদলীয়, দমনমূলক ও অসহিষ্ণু হিসেবে দেখেছেন, তার অবসানের পর জনগণ একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রত্যাশা করছে। এই প্রত্যাশার কেন্দ্রে আছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করা। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণ করা যে কত কঠিন, তা খুব দ্রুতই স্পষ্ট হয়েছে। প্রশাসনিক কাঠামো, বিচারব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা, নির্বাচনব্যবস্থা, ব্যাংক খাত কিংবা রাজস্বনীতি-এসব কিছুই রাতারাতি বদলে ফেলা যায় না। ফলে নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার প্রক্রিয়াকে শুরু করা এবং একই সঙ্গে জনগণের অসীম প্রত্যাশাকে বাস্তবতার সীমায় এনে দাঁড় করানো। নতুন সরকারের অর্থনৈতিক ময়দানটিও ভীষণ কঠিন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বলছে, ২০২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ঘুরে দাঁড়িয়ে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ হতে পারে, কিন্তু মূল্যস্ফীতি উচ্চই থাকবে ৯ শতাংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও মানুষ স্বস্তি পাবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। সাবেক সরকারের সৃষ্ট আর্থিক খাতে দুর্বলতা, ব্যাংকে মূলধনের ঘাটতি এবং বেসরকারি খাতের তারল্যসংকট নিয়ে নতুন অর্থমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন যে পুনর্গঠনের আগে মূলধনই পুনরায় জোগাতে হবে। এদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে উন্নতির খবর থাকলেও তা এখনো ভরসার চেয়েও বেশি সতর্কতার দাবি রাখে; ফেব্রুয়ারিতে আইএমএফ পদ্ধতিতে রিজার্ভ ২৯ বিলিয়ন ডলারের ওপরে উঠেছিল। অর্থাৎ একদিকে কিছু পুনরুদ্ধার, অন্যদিকে সেই পুনরুদ্ধারের নিচে জমে থাকা দুর্বল ভিত্তি। এমন অবস্থায় সরকারকে শুধু বাজেটের হিসাব নয়, বিশ্বাসের হিসাবও মেলাতে হবে। পতিত সরকারের ছায়া ভেঙে নতুন শাসনের প্রথম পরীক্ষাই হলো, সে কি পরিবর্তনের সুর ধরতে পারছে, নাকি পুরোনো কাঠামোর ভিতরেই পুরোনো মুখের মানুষগুলোকে নিয়ে পুরোনো অভ্যাস চালিয়ে নেবে। এমন বাস্তবতায় বিএনপির রাজনৈতিক যাত্রাপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট তৈরি করে। প্রায় ১৭ বছর ধরে দলটি যে দমনপীড়ন, রাজনৈতিক সংকোচন, মামলা, গ্রেপ্তার, সাংগঠনিক চাপ এবং বিরোধী রাজনীতির প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে, তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলাদা একটি অধ্যায়। এই দীর্ঘ সময় বিএনপি শুধু বিরোধী দল হিসেবে টিকে থাকেনি; তারা নিজেদের প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে নতুন সংসদে তাদের ক্ষমতায় ফেরা কেবল একটি নির্বাচনি ফল নয়, বরং একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার পরিণতি। কিন্তু এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এই প্রতিরোধের রাজনীতি কি শাসনের রাজনীতিতে রূপান্তরিত হতে পারবে? বিরোধী অবস্থানে যে ভাষা ব্যবহার করা যায়, ক্ষমতায় এসে সেই একই ভাষা কার্যকর হয় না। রাষ্ট্র পরিচালনায় লাগে সমঝোতা, অন্তর্ভুক্তি, শৃঙ্খলা এবং নীতিনির্ভর সিদ্ধান্ত। একসময়ের নিপীড়িত দল যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় যায়, তখন তার কাছে মানুষ কেবল ন্যায়বিচারই চায় না, চায় সংযমও। ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্বের এই ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারলে বিরোধিতার নৈতিক শক্তিও দ্রুত ক্ষয় হতে শুরু করে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি সহজ নয়। সাম্প্রতিক নানা বিশ্লেষণ এবং অর্থনীতিবিদদের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, খেলাপি ঋণের বোঝা, বিনিয়োগের স্থবিরতা, আয়বৈষম্য, উৎপাদন খাতের ধীরগতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাপ এসব সমস্যার সমাধান কোনো স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপে সম্ভব নয়। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার, যেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি হবে মূল সুর। নতুন সরকার কিছু উদ্যোগের কথা বলেছে, কিছু জায়গায় নীতিগত সংকেতও দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়নই এখন মূল প্রশ্ন। অর্থনীতি শুধু সংখ্যার খেলা নয়; এটি আস্থার বিষয়। বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত-সবাই তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা চায়। যদি সেই আস্থা ফিরে না আসে, তাহলে কোনো নীতিই দীর্ঘস্থায়ী ফল দেবে না। আর যদি আস্থা ফিরেও আসে, তবু সেটা ধরে রাখতে হবে প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া আর দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানের মাধ্যমে। এখানেই সমালোচনার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গণতন্ত্রে সমালোচনা অপরিহার্য, কিন্তু সেই সমালোচনা যদি যুক্তির বদলে আবেগনির্ভর, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা প্রতিহিংসামূলক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী না করে দুর্বল করে। নতুন সরকারের মাত্র দুই মাসের মাথায় যেভাবে কিছু মহল সব উদ্যোগকে ব্যর্থ ঘোষণা করতে চাচ্ছে, সেটি বাস্তবসম্মত নয়। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষয় এক-দুই মাসে কাটিয়ে ওঠা যায় না। ফলে এ ধরনের অগ্রহণযোগ্য, অর্থহীন সমালোচনা মূলত রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করার কৌশল বলেই মনে হয়। তবে একই সঙ্গে এটাও সত্য, সরকারকে এই সমালোচনার জবাব দিতে হবে কাজের মাধ্যমে। কারণ শেষ পর্যন্ত জনগণ ব্যাখ্যা নয়, ফলাফল দেখতে চায়। সরকারের যে কোনো ভুল, দেরি বা অসংগতি সমালোচিত হবেই; কিন্তু সেই সমালোচনা যেন রাষ্ট্রকে পেছনে টেনে ধরার অস্ত্রে পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। পুরোনো সহানুভূতি, পুরোনো ক্ষমতার রেশ, পুরোনো সুবিধাভোগের মানসিকতা-এসবই নতুন বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইছে। আর সেটিই আজকের অন্যতম রাজনৈতিক সংকট। এই রাজনৈতিক বাস্তবতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সুযোগ বুঝে প্রতিক্রিয়াশীলদের উত্থান। গণ অভ্যুত্থান-পরবর্তী উন্মুক্ত পরিবেশে দক্ষিণপন্থি রাজনীতির একাংশ নিজেদের নতুন শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এটি এক অর্থে স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, কারণ রাজনৈতিক বহুত্ববাদ গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু সমস্যাটি তখনই তৈরি হয়, যখন এই উচ্চাভিলাষের সঙ্গে অসহিষ্ণুতা, বিভাজন, একরৈখিকতা এবং ক্ষমতার শর্টকাট খোঁজার প্রবণতা যুক্ত হয়। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পত্রিকাগুলোর কলামগুলোতে এ বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘৃণামূলক বক্তব্য, সংখ্যালঘুদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব, নারী ও ভিন্নমতের প্রতি সন্দেহপ্রবণতা এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা-এসব বিষয় অন্ধকার ছায়াকে সামনে নিয়ে আসছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যখন কেবল মূল্যবোধের রাজনীতি না হয়ে ভয়, প্রতিশোধ ও আধিপত্যের রাজনীতিতে রূপ নেয়, তখন তা সমাজের বহুত্ববাদী চেহারাকেই আহত করে। এখানে একটি সূক্ষ্ম কিন্তু জরুরি ভারসাম্যের প্রশ্ন আছে। নতুন সরকারের জন্য দরকার এমন এক রাজনৈতিক কাঠামো, যেখানে সব মতাদর্শ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভিতরে থাকতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে কোনো মতাদর্শ যেন আইনের ঊর্ধ্বে না চলে যায়, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। সংখ্যালঘু অধিকার, নারীর নিরাপত্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য-এসব বিষয়ে আপস করা হলে তা কেবল মানবিক ব্যর্থতা হবে না, রাষ্ট্রের ভিত্তিকেই দুর্বল করবে। ডানপন্থার সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা হতে পারে, কিন্তু মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের প্রশ্নে কোনো ছাড় দেওয়া যায় না। রাষ্ট্র যদি চরমপন্থি মনোভাবকে বৈধতা দেয়, তাহলে গণ অভ্যুত্থানের অর্জনই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। আর যদি সবকিছুকে ভয় পেয়ে দমন করতে যায়, তাহলে নতুন করে অসন্তোষ তৈরি হবে। তাই প্রয়োজন সংযমী, দায়িত্বশীল এবং আইনসম্মত অবস্থান। বিশ্ব পরিস্থিতিও বাংলাদেশের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, জ্বালানি বাজারের অনিশ্চয়তা, সমুদ্রপথের নিরাপত্তাঝুঁকি, শুল্কযুদ্ধ, সরবরাহ শৃঙ্খলের টানাপড়েন এবং বড় শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতা-এসবের প্রভাব সরাসরি দেশের অর্থনীতিতে পড়ছে। বাংলাদেশ এখন আর কেবল অভ্যন্তরীণ নীতিতে চলছে না; বৈশ্বিক বাস্তবতার সঙ্গেও তাকে প্রতিদিন হিসাব মেলাতে হচ্ছে। বিশেষ করে পোশাকশিল্প, যা দেশের রপ্তানির প্রধান ভরসা, সেটি আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামায় সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। কোনো অঞ্চলে যুদ্ধ, কোনো বন্দরে জট, কোনো দেশে চাহিদা কমা, কোনো বড় বাজারে নতুন শুল্ক-এসবের অভিঘাত ঢাকার অফিসে, নারায়ণগঞ্জের কারখানায়, চট্টগ্রামের বন্দরে, আর শ্রমিকের ঘরে এসে পড়ে। এ অবস্থায় অভ্যন্তরীণ সংস্কারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যনীতিতেও নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। কেবল নীতিবাক্য দিয়ে এই ঝড় সামলানো যাবে না; দরকার কৌশলগত প্রস্তুতি, বৈচিত্র্যময় রপ্তানি বাজার এবং অর্থনৈতিক কূটনীতি। এসব কিছুর মাঝখানে প্রশ্ন জাগে, নতুন বাংলাদেশ কি সত্যিই নতুন হতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে তিনটি বিষয়ের ওপর।

প্রথমত সরকার কতটা দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার শুরু করতে পারে। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক দলগুলো কতটা দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারে এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তৃতীয়ত সমাজ কতটা সহনশীল ও যুক্তিনির্ভর থাকতে পারে, যাতে দক্ষিণপন্থার চরমপন্থি রূপকে প্রতিহত করা যায়। গণ অভ্যুত্থান মানুষকে যে আশা দেখিয়েছে, সেটি শুধু একটি সরকারের পতনের নয়; এটি একটি নতুন রাষ্ট্রচিন্তার সূচনা। সেই রাষ্ট্রচিন্তায় ক্ষমতা নয়, দায়িত্ব হবে মূল বিষয়; প্রতিশোধ নয়, ন্যায়বিচার হবে লক্ষ্য; বিভাজন নয়, অন্তর্ভুক্তি হবে শক্তি। কিন্তু এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারে আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যেখানে আমরা দ্রুত ফল চাই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার প্রতি ধৈর্য দেখাতে চাই না। নতুন সংসদ, নতুন সরকার এবং নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা-সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন এক ট্রানজিশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই ট্রানজিশন সফল হবে কি না, তা নির্ভর করছে আমরা সবাই-রাজনৈতিক দল, সরকার, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম এবং সাধারণ মানুষ-কতটা দায়িত্বশীলভাবে এই সময়টিকে পরিচালনা করতে পারি তার ওপর। অতীতের ভুলের প্রতি সহানুভূতি দেখানো আর নতুন ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া এক জিনিস নয়। পেছনে টেনে ধরার রাজনীতি, অন্ধ সমালোচনা, ডানপন্থার ছায়া, অর্থনীতির দুর্বল ভিত্তি এবং বিশ্ব পরিস্থিতির চাপ-সব মিলিয়ে পথ কঠিন। কিন্তু এই পথই এখন সামনে। ইতিহাস বারবার সুযোগ দেয় না। সুযোগ এলে তাকে ধরে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয়। নতুন বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্তটি তাই কেবল শাসনের নয়, নির্মাণেরও। আর নির্মাণের রাজনীতি শুরু হয় তখনই, যখন উচ্চাভিলাষকে দায়িত্ব দিয়ে, আর ছায়াকে আলো দিয়ে মোকাবিলা করার সাহস তৈরি হয়। লেখক : কবি ও সাংবাদিক

শাপলা চত্বরে রাষ্ট্রীয়ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

আজ ৫ মে। ২০১৩ সালের এই দিনে রাজধানী ঢাকার মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের মহাসমাবেশে তৎকালীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা 'অভিযান' চালান, যা দেশের ইতিহাসে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক মর্মান্তিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই দিনটি মূলত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবাদ হিসেবে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন স্মরণ করে থাকে এবং দিনটিকে হেফাজতে ইসলাম প্রতিবছর শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, ২০১৩ সালের যৌথ বাহিনীর ওই অভিযানে ৩২ জন নিহতের প্রমাণ পেয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) তদন্ত সংস্থা। আর এ ঘটনায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দীন খান আলমগীর, পুলিশ কর্মকর্তা বেনজীর আহমেদ, হাসান মাহমুদ খন্দকারসহ ৯ জনকে আসামি করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা হয়েছে, যার তদন্ত শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আলোচিত শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের বেশির ভাগ ভুক্তভোগী হলেন হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মী ও সমর্থক। তদন্ত সংস্থা এটিকে 'গণহত্যা' হিসেবে উল্লেখ করেছে।

মানবাধিকার সংস্থা অধিকার শুরুতে দাবি করেছিল, শাপলা চত্বরের ঘটনায় ৬১ জন নিহত হয়েছেন।

কোনো কোনো পক্ষ এ ঘটনায় অনেক বেশি মৃত্যুর অভিযোগ এনেছিল। অন্যদিকে তৎকালীন সরকারি সূত্রে তখন বলা হয়েছিল যে ওই রাতে কোনো প্রাণহানি হয়নি, যদিও দিনের বেলায় সংঘর্ষে ১১ জন নিহত হওয়ার কথা জানায় তৎকালীন সরকার। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম সম্প্রতি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ২০১৩ সালের মে মাসে রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে ৫৭ জনের হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

২০২৬ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থাকে উদ্ধৃত করে গণমাধ্যমে বলা হয়, শাপলা চত্বরে ঘটনাস্থলেই ৩২ জন নিহত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য স্থানেও এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত মৃত্যুর প্রমাণ মিলেছে বলে জানানো হয়। ওই দিন রাতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, সরাসরি গুলিবর্ষণ করে নিরস্ত্র মানুষের ওপর এই অভিযান চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে, যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হয়। সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এই ঘটনায় তথ্য প্রকাশের জেরে মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান ও নাসির উদ্দিন এলানকে মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। পরে ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শাপলা চত্বরের ওই ঘটনার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া পুনরায় সামনে আসে।

শাপলা চত্বর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক আইজিপি, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা হয়েছে।

তা ছাড়া ওই অভিযানের সময় মিডিয়া ব্ল্যাক-আউট বা গণমাধ্যমকে প্রচার থেকে বিরত রাখা হয়েছিল এবং নিহতের সংখ্যা ও ঘটনার আসল চিত্র আড়াল করার অভিযোগ রয়েছে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে। তাই শাপলা চত্বরের ওই ঘটনাটিকে একটি 'রাষ্ট্র স্পন্সরড সহিংসতা' হিসেবে অনেক মানবাধিকারকর্মী ও বিশ্লেষক এরই মধ্যে মত দিয়েছেন।

শাপলা চত্বরের ওই ঘটনায় ২০১৩ সালের ৩ মে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিভিন্ন দেশের দূতাবাস থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৎকালীন সরকারকে একটি চিঠি দেয়। ওই চিঠিতে বলা হয়, আগামী দিনে যদি বিক্ষোভ হয়, তাহলে সরকারকে বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা উচিত নয়। পাশাপাশি এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা করতেও বলা হয়। আর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তখনকার সরকারের প্রতি আহবান জানায়, যাতে পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়টি তদন্ত করতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি অবিলম্বে গঠন করা হয়।

আইসিটির বর্তমান চিফ প্রসিকিউটরের বক্তব্য অনুযায়ী, এই মামলার তদন্তকাজ শিগগিরই শেষ হবে। তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৭ জুন দিন ধার্য আছে। সেদিন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়া যাবে বলে তাঁরা আশা করছেন। হেফাজতে ইসলামের পাশাপাশি সচেতন দেশবাসী ও মানবাধিকারকর্মীদের চাওয়া শাপলা চত্বরের ওই ঘটনার সঙ্গে প্রকৃত জড়িতদের সঠিক তদন্তপূর্বক শনাক্ত করে উপযুক্ত বিচারের মুখোমুখি করা, যেন ভবিষ্যতে দেশে এ ধরনের নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা না ঘটে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এ ধরনের ঘটনার কারণে দেশের ভাবমূর্তি যেন ক্ষুণ্ন না হয়।

লেখক : অধ্যাপক (আইন বিভাগ), ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আন্তর্জাতিক সদস্য

ইরান যুদ্ধের খেসারত দিতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে অনেক দিন

ড. ফরিদুল আলম

গত বছরের জুন মাসে ১২ দিনের যুদ্ধের পর ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য কয়েক দফা আলোচনা, পুনরালোচনা অসমাপ্ত রেখেই নতুন করে ইরানে হামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল। ৪০ দিন যুদ্ধের পর আবারও যুদ্ধবিরতি দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের চেষ্টা করছে মার্কিন প্রশাসন–এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কার্যত কী অর্জন করতে চাচ্ছে, তা খোদ ডোনালড ট্রাম্প জানেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এই ৪০ দিনের যুদ্ধ শুরুর সময় ডোনালড ট্রাম্প দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন, ইরানে সরকার পরিবর্তন করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। যুদ্ধের মাঝপথে যখন দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সম্মিলিত শক্তির তুলনায় যথেষ্ট দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ইরান তাদের লড়াকু মনোভাব, যুদ্ধকৌশল এবং সুসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পা□া জবাব দিয়ে যাচ্ছে, ডোনালড ট্রাম্পের মুখ থেকে তখন শোনা গেল, তাঁরা ইরানের আকাশ ও নৌ সক্ষমতাকে ধ্বংস করে ফেলেছেন এবং আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ শীর্ষ পর্যায়ের কমান্ডারদের হত্যার মধ্য দিয়ে এরই মধ্যে নেতৃত্ব পরিবর্তনে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

এ ধরনের কথার মধ্য দিয়ে কার্যত একজন পরাজিত মানুষের আত্মপক্ষ সমর্থনের দিকটিই ফুটে ওঠে। অবশ্য এই যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি, বিরতিতে রয়েছে এবং বর্তমান বাস্তবতায় এর জয়-পরাজয় নির্ধারণ করার মতো অবস্থাও সৃষ্টি হয়নি। তবে ট্রাম্পের অস্থিরতা, মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, অন্যায়ভাবে হুমকির পর হুমকি এবং আলোচনার মাঝপথে শর্ত বেঁধে দেওয়া–এই সবকিছুই এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থানকে যথেষ্টভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

ট্রাম্প যে যুক্তরাষ্ট্রের অপরাপর প্রেসিডেন্টের চেয়ে অনেক বেশি ইসরায়েলপন্থী–এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে ২০১৬ সালে প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি ২০১৫ সালে ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ছয় জাতির চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে নিয়ে আসেন। ইরান এই চুক্তির কোনো শর্ত বরখেলাপ করে তাদের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে–এর স্বপক্ষে কোনো জোরালো প্রমাণ না থাকার পরও তাঁর এ ধরনের সিদ্ধান্তের মূল কারণ ইসরায়েলকে সন্তুষ্ট করা। ২০১৯ সালে ইরানের আইআরজিসি কমান্ডার কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করে তিনি নতুন করে উত্তেজনা শুরুর বার্তা দেন। সে সময়ই তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে ইরানে হামলা পরিচালনার বিষয়টি থাকলেও দুর্ভাগ্যবশত ২০২০ সালের নির্বাচনে জো বাইডেনের কাছে পরাজয়ের কারণে সেটি তখন আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এই দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই তিনি ইসরায়েল-হামাসের মধ্যকার যুদ্ধ নিয়ে ইরানকে অভিযুক্ত করে দুই পক্ষের মধ্যে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলে ইরানকে নরকের স্বাদ নিতে হবে বলে হুঁশিয়ার করেন। বহুল আলোচিত এই যুদ্ধটি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হলেও গাজায় থেমে থেমে ইসরায়েলের আক্রমণ চলছেই এবং এর ফলাফল হচ্ছে, বর্তমানে গাজার ৮৮ শতাংশ ভূমি ইসরায়েলের দখলে এবং তারা বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে পশ্চিম তীরে আক্রমণ পরিচালনা করছে। আক্রমণ করছে সিরিয়ায় এবং লেবাননের ১২ শতাংশ ভূমিও তারা নিজেদের দখলে নিয়েছে।

ইরানকে মধ্যপ্রাচ্য এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য বারবার হুমকি বলে এলেও ইসরায়েলের কোনো অপকর্মই ডোনালড ট্রাম্পের কাছে অপকর্ম বলে মনে হচ্ছে না। উপরন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি তাঁর সমর্থন একচুলও নড়চড় হয়নি।

কেবল যুদ্ধাপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিকভাবেই নিন্দনীয় নন, দুর্নীতি এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির অপরাধে নিজ দেশেও অপরাধী নেতানিয়াহুর সমর্থনে তিনি একাধিকবার ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টের কাছে নেতানিয়াহুকে সাধারণ ক্ষমা করার অনুরোধ করে বলেছেন, 'আমি চাই না বিবির (নেতানিয়াহুর ডাকনাম বিবি) মনে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু থাকুক।' এই হচ্ছেন ডোনালড ট্রাম্প। তিনি নিজেও যে যুদ্ধবাজ, তাঁর এই চরিত্রটিই ফুটে উঠছে তাঁর প্রতিটি কথা এবং কর্মে।

ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক ক্রমেই বাড়ছে। সম্প্রতি ১৪ দিনের যুদ্ধবিরতি এবং এই সময়ের মধ্যেও কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়ায় এর মেয়াদ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে একটি চুক্তির মাধ্যমে মুখ রক্ষা করে এই যুদ্ধ থেকে বের হয়ে আসার প্রবণতাই ফুটে উঠছে। ইরান এ ক্ষেত্রে অনেকটা কঠোর অবস্থান ধরে রেখেছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রকে আলোচনায় আর বিশ্বাস করতে চায় না। অতীতে আলোচনার নাম করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে তারা হামলা চালিয়েছে, ইসরায়েলের পরামর্শই প্রাধান্য দিয়েছে। সে জন্য তাদের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাদের ঘাঁটিগুলোকে তুলে নিতে হবে; যুদ্ধের ফলে ইরানে যে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; ইরানের ওপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে–এ রকম আরো কিছু শর্ত রয়েছে। জবাবে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ইউরেনিয়ামের মজুদ নিজেদের কাছে নিতে চায়, যা ইরান কোনোভাবেও মানতে চায় না। এমন অবস্থায় এই আলোচনা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে কী দাঁড়াতে পারে এমন শঙ্কা থেকেই যায়। তবে এখানে আশার কথা হচ্ছে, প্রথম দফার দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির পর মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের অনুরোধে (যুক্তরাষ্ট্র এমনটাই বলছে) একটি চুক্তি স্বাক্ষরের স্বার্থে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই যুদ্ধবিরতি বৃদ্ধি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এদিকে এটি নিয়ে এককথায় ইসরায়েলের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। গত ২৪ এপ্রিল দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে আবারও আক্রমণ করতে প্রস্তুত ইসরায়েল, তারা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের 'সবুজ সংকেত'-এর জন্য অপেক্ষা করছে। এই সবুজ সংকেত বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, যার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এটিই বোঝানো হচ্ছে যে ইসরায়েল এযাবৎকালে মধ্যপ্রাচ্যে যা কিছু করেছে, এর সবকিছুর পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ছিল।

ইরান যুদ্ধের পরিণতি কী হবে, তা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্প তাঁর নিজের পরিণতিকে নির্দিষ্ট করে ফেলেছেন। কেবল নিজের জন্যই নয়, দল এবং দেশের জন্যও তিনি নতুন কলঙ্ক যুক্ত করেছেন। এ বছরের জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলায় আকস্মিক হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তুলে নিয়ে সে দেশের তেলসম্পদের ওপর কার্যত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিজের অবস্থানকে অনেকটা মজবুত করে অনেকটা ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন এবং ধারণা করেছিলেন যে নেতানিয়াহুর পরামর্শে ইরানে সরকার হটিয়ে নিজেদের পছন্দের সরকার প্রতিষ্ঠা করে সবাইকে চমকে দেবেন। তিনি ইরানের বর্তমান নেতৃত্বকে যতটা দুর্বল ভেবেছিলেন, তারা যে তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী এবং এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বরং দেশের মানুষের কাছে এই নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বৃদ্ধি পাবে–এটি ছিল তাঁর কল্পনার অতীত। এ বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তিনি কার্যত তাঁর ভাগ্যের লিখন লিখে ফেলেছেন। এদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে ইউক্রেন থেকে সরিয়ে নিয়ে তিনি কার্যত ন্যাটো থেকেও অনেকটা সরে এসেছেন। ইরান যুদ্ধে ন্যাটোর নিষ্ক্রিয়তা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দীর্ঘদিনের মিত্রদের সমর্থনহীনতা এবং সর্বোপরি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইরানের বিপক্ষে সমর্থন আদায়ে ব্যর্থতা তাঁকে কার্যত নেতানিয়াহুর মতোই একজন যুদ্ধাপরাধীতে পরিণত করেছে। সামনের দিনে তাঁর বিরুদ্ধেও যদি আইসিসি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কেননা এই যুদ্ধে তিনিও ইরানে অনেক বেসামরিক মানুষ হত্যা করেছেন এবং কথায় কথায় ইরানের সভ্যতাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। একটি সভ্যতাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া বলতে ট্রাম্প প্রকারান্তরে পারমাণবিক বোমার ব্যবহারের বিষয়টিকেই ইঙ্গিত করেছেন, যদিও পরবর্তী সময়ে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কার কথা তিনি নাকচ করেছেন। আগামী দিনে তিনি আর প্রেসিডেন্ট থাকবেন না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রকে এই ইমেজ সংকটের দায় বহন করতে হবে অনেক দিন পর্যন্ত।

লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

টিআর ও কাবিখা: টাকা নয়, কেন খাদ্যই দেওয়া দরকার

আলী ইমাম মজুমদার

দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনে ৪৯৮টি প্রস্তাবের মধ্যে টিআর ও কাবিখা প্রকল্প খাদ্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে বাস্তবায়নের একটি প্রস্তাব এসেছে। উল্লেখ্য, ৩ মে ঢাকায় শুরু হয়েছে ডিসিদের ৪ দিনের বার্ষিক সম্মেলন।

সম্মেলনটি প্রশাসনের শুধু গতানুগতিক একটি পরিক্রমা হিসেবে বিবেচনা করা চলে না; এটা অতীত থেকে শিক্ষা, বর্তমানের চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে মাঠ প্রশাসনের প্রধান নির্বাহীদের সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী ও সচিবদের নজরে আনার মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে। সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে ডিসি ও বিভাগীয় কমিশনারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রস্তাব পর্যালোচনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক আলোচনার সূচি তৈরি করে। জানা যায়, এবার ৩৪টি অধিবেশনে ৪৯৮টি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হবে। এর মধ্যে এটিও রয়েছে।

এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকেন ডিসিরা। তাঁরা অনেকেই জানেন, কীভাবে বা কী করলে জনগণ অধিক উপকৃত হবে। সুতরাং তাঁদের কথা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিব বিবেচনা করেন গুরুত্বের সঙ্গে। জানা সম্ভব হয়নি, কোন কোন ডিসি বা বিভাগীয় কমিশনার প্রস্তাবটি করেছেন বা সমর্থন করেন।

এটি মূলত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়বিষয়ক। তবে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্টতা ব্যাপক। প্রস্তাবের সমর্থনেও কিছু কথা বলা যাবে, যেমন আলোচিত টেস্ট রিলিফ (টিআর) ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (কাবিখা) প্রকল্পের মালামাল পরিবহনের জন্য বরাদ্দ থাকে অপ্রতুল। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকেরাও নগদ অর্থ নিতে পছন্দ করেন। তাই গুদাম থেকে বুঝে নেওয়ার পর্যায়ে এগুলোর বেশ কিছু বিক্রি হয়ে যায় খাদ্য ব্যবসায়ীদের কাছে। প্রস্তাবটি যিনি বা যাঁরা করেছেন, তাঁদের ধারণা, এর মাধ্যমে হয়তোবা ব্যবস্থাপনা অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হবে। আপাতত এমনটা দৃশ্যমান হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। টিআর চালু হয় সম্ভবত ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তান আমলে। আর কাবিখার সূচনা পাকিস্তান আমলে। প্রথম দিকে এটা বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর ছিল। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এটা পরিচালনা করতে সহায়তা দিত। এখন দুটি কার্যক্রমই সরকার নিজস্ব সম্পদে বাস্তবায়ন করছে। অবশ্য টিআরে খাদ্যসহায়তা নিকট অতীতে উঠেই গেছে। যুগবাহিত রেওয়াজ অনুসারে টিআরের মাধ্যমে কচুরিপানা, জঙ্গল পরিষ্কারসহ ছোটখাটো মেরামতি কাজে বরাদ্দ দেওয়া হয়।

হাওর এলাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে যে বাঁধ দেওয়া হয়, সে সময়ে সেখানে থাকে না তেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ। মানুষ থাকে অভাব-অনটনে। চাল কিনে খাওয়া তাঁদের পক্ষে অনেকটাই কষ্টসাধ্য হয়

কাবিখায় থাকে প্রধানত পল্লিপূর্ত কার্যক্রম যথা গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল পুনঃখনন ইত্যাদি। কাবিখায় একসময় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বড় বড় প্রকল্পও বাস্তবায়িত হতো। এখন সীমিত আকারে কাবিখা চলছে খাদ্যসহায়তার মাধ্যমে। বর্তমান অর্থবছরে এর জন্য ৯০ হাজার মেট্রিক টন চাল ও সমপরিমাণ গম এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের ২০ হাজার টন বরাদ্দ রয়েছে।

আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক, উভয় কর্মসূচি যে সময়ে চলে, তখন গ্রামের মৌসুমি শ্রমিকদের কাজ থাকে না। ফসলের মৌসুম নয় বিধায় খাদ্যশস্যের দামও থাকে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী। এ সময়ে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি কিছু খাদ্য সরকারি মজুত থেকে ছাড়া হলে মূল্য স্থিতিশীল রেখে বাজার ক্রেতাবান্ধব হয়।

সারা বছরে সরকারের বিভিন্ন চাহিদা বিবেচনা করে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের গণখাদ্য বিতরণব্যবস্থা (পিএফডিএস) চাহিদা নির্ধারণ করে। এসব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত থাকে বিভিন্ন বাহিনী ও সংস্থায় প্রদেয় রেশন, বাজারদর থেকে কম দামে খোলাবাজারে বিক্রি (ওএমএস), অসহায় বা দুস্থ জনগোষ্ঠীকে খাদ্যসহায়তা, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, কাবিখাসহ নানা কার্যক্রম। এসব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ পরিচালনা করলেও সব খাদ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও মজুত করতে হয় খাদ্য মন্ত্রণালয়কে। আর সে মজুতের প্রধান উৎস ফসলের মৌসুমে সরকার নির্ধারিত প্রণোদনা মূল্যে কৃষকের ধান ও মিলারদের মাধ্যমে চাল সংগ্রহ করা। চালকলগুলো ধান কিনে চাল উৎপাদন করে এবং চুক্তিমতো সরকারি গুদামে চাল দেয়। এতে ফসল মৌসুমে সরকার সক্রিয় থাকলে কৃষকের জন্য জোটে প্রণোদনা মূল্য।

সরকারের কাছে সরাসরি ধান এবং মিলারদের চাল বিক্রি করতে একটি সুনির্দিষ্ট মান রয়েছে। এ মানের সঙ্গে আপস করলে সরকারি অর্থের ব্যাপক অপচয় হবে। তবে শুধু দেশজ উৎপাদন থেকে খাদ্যশস্য পুরোপুরি সংগ্রহ সম্ভব হয় না। যেমন আমাদের গমের চাহিদা ৭০ লাখ টন হলেও দেশজ উৎপাদন কমবেশি ১০ লাখ টন।

সরকারি বিতরণব্যবস্থায় দরকার হয় ৭ লাখ টন। এর পুরোটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আর চালও চাহিদা মোতাবেক স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের ঘাটতি মেটাতে বিদেশ থেকে আমদানি প্রয়োজন। সম্পূর্ণ পিএফডিএসের জন্য সংগ্রহ, মজুত ও বিতরণে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে বরাদ্দ দেয় অর্থ বিভাগ।

পিএফডিএস খাতে বিতরণের দুটি মূল উদ্দেশ্যর একটি ফসল মৌসুমে কৃষককে প্রণোদনা দান, অপরটি বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করা। তেমনি টিআর ও কাবিখায় খাদ্যসহায়তাও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক হয়। এ ক্ষেত্রে যেমন কিছু পরিমাণ খাদ্য ব্যবসায়ীদের কাছে চলে যাওয়ার অভিযোগ আছে, তেমনি আছে রেশনিং ব্যবস্থাতেও। তেমনটা যাতে না যায়, সে জন্য সবাই যতটা সম্ভব নজরদারি করা প্রয়োজন। তা না করে বিষয়টি তুলে দিলে বাজারদরের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে।

উল্লেখ্য, এসব ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত–এমনটা বলা যাবে না। তবে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে গঠিত সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের উত্তরসূরি আজকের খাদ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল। এ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারও কারও বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও দুর্নীতির অভিযোগ থাকতে পারে। তবে তার জন্য বিষয়টি ছেঁটে ফেলা ঠিক হবে না। তাদের দক্ষতাও প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। পিএফডিএস-সংক্রান্ত বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৩৬ লাখ টন। অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ দিনে মজুত ছিল ২২ লাখ ১০ হাজার টন। পাইপলাইনে আমদানির অপেক্ষায় ছিল আরও ২ দশমিক ৫ লাখ টন। এটা ওই তারিখে নিকট অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।

উল্লেখ্য, আমাদের ন্যূনতম নিরাপদ মজুত চাল ও গম মিলে ১৩ লাখ টন। গড়ে তোলা মজুত প্রতিনিয়তই খরচ হচ্ছে। আর খরচ করার জন্যই সংগ্রহ। তাই উভয় ব্যবস্থাই প্রতিনিয়ত সচল রাখতে হয়। এর একটি হচ্ছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি। আগেই আলোচিত হয়েছে, কাবিখা ও টিআর পিএফডিএসের একটি অঙ্গ। এটি টাকায় রূপান্তর করলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে। বাজারকে ভোক্তাবান্ধব করার প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও থমকে যাবে।

মাঠ প্রশাসনে দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের একজন অংশীদার হিসেবে এই নিবন্ধকার বিবেচনা করে, কাবিখা কর্মসূচি কোনো অবস্থাতেই টাকায় রূপান্তর যথোচিত হবে না; বরং পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনেক প্রকল্প এর আওতায় আনা যেতে পারে। বিশেষ করে হাওর এলাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে যে বাঁধ দেওয়া হয়, সে সময়ে সেখানে থাকে না তেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ। মানুষ থাকে অভাব-অনটনে। চাল কিনে খাওয়া তাঁদের পক্ষে অনেকটাই কষ্টসাধ্য হয়। এ কর্মসূচিসহ সমধর্মী আরও বেশ কিছু কাজ খাদ্যের বিনিময়ে করার বিষয়টি এখন সময়ের দাবি।

আলী ইমাম মজুমদার : সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা

যুক্তরাজ্যে হঠাৎ সন্ত্রাসী

করে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ইহুদি ও ইসরায়েলি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাজ্যের মার্কিন দূতাবাস নিজ দেশের নাগরিকদের জন্য দ্বিতীয়বারের মতো এ ধরনের নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করল। এর আগেও তারা ইহুদি ও মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা ও হুমকির কথা উল্লেখ করে নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছিল।

গত সপ্তাহে উত্তর লন্ডনে ইহুদিদের উপাসনালয় ফিঞ্চলে রিফর্ম সিনাগগে হামলা হয়। এ ছাড়া হ্যারো অঞ্চলের কেনটন ইউনাইটেড সিনাগগসহ আরও বেশ কিছু স্থানে সম্প্রতি হামলার ঘটনা ঘটেছে। সূত্র : আল-জাজিরা

তোফায়েল আহমেদের 'স্মৃতিশক্তি

খায়ের উদ্দিন শিকদার এসব তথ্য জানান।

এর আগে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধভাবে ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা অর্থ আত্মসাতের মামলায় সাবেক শিল্পমন্ত্রী ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদসহ দুজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তোফায়েল আহমেদ 'পলাতক' থাকায় ঢাকা বিভাগীয় স্পেশাল জজ বেগম শামীমা আফরোজ গত ১৯ এপ্রিল এই পরোয়ানা জারি করেন।

শুনানির দিনে তোফায়েল আহমেদের অসুস্থতার কথা তুলে ধরে আদালতে আবেদনে তার আইনজীবী জানান, তোফায়েল আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে স্কয়ার হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ জন্য তিনি আদালতে উপস্থিত হতে পারেননি। বাস্তবিক অর্থে তোফায়েল আহমেদ কাউকে চিনতে পারেন না। তার স্মৃতিশক্তি নেই। আদালতে উপস্থিত হয়ে মামলার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে শারীরিকভাবে অক্ষম। তার মানসিক অসুস্থতা দেখা দিয়েছে, স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। এ জন্য তোফায়েল আহমেদের মানসিক অবস্থা পরীক্ষার আবেদন করারও প্রার্থনা করেন তিনি। পাশাপাশি অভিযোগ গঠন শুনানি পেছাতে আবেদন করেন এই আইনজীবী।

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে ২০০২ সালে তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক কাজী শামসুল ইসলাম মামলাটি করেন। এতে বলা হয়, তোফায়েল আহমেদ ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধভাবে অর্জিত ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা গোপন করার উদ্দেশ্যে সহযোগীদের মাধ্যমে স্থানান্তর ও উত্তোলন করেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ম্যাডোনা অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেডের প্রধান হিসাবরক্ষক মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম এবং ভোলার মোশারফ হোসেনের সঙ্গে যোগসাজশে সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল করপোরেট শাখা থেকে বিভিন্ন সময়ে মোট ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তী সময়ে ওই অর্থ উত্তোলন করা হয় বলে এজাহারে দাবি করা হয়েছে। মামলাটি তদন্ত শেষে তিন জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। তবে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে মামলার কার্যক্রম দীর্ঘদিন স্থগিত ছিল।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী আরিফুল ইসলাম জানান, উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হওয়ায় মামলার কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে। দুই আসামি তোফায়েল আহমেদ ও মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম পলাতক থাকায় গত ১৯ এপ্রিল তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তবে মামলার অপর আসামি মোশারফ হোসেন জামিনে থেকে আদালতে হাজিরা দিচ্ছেন। মঙ্গলবার মামলার অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য ছিল।

আসামিপক্ষে আবেদন প্রসঙ্গে আরিফুল ইসলাম জানান, আসামি পলাতক থাকাবস্থায় এমন আবেদন গ্রহণযোগ্য মর্মে দুদকের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয়। আসামিকে আদালতে হাজির হয়ে আবেদন করতে হবে। আদালত আগামী বৃহস্পতিবার (৭ মে) অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

যুক্তরাজ্যে ঈদুল আজহা

উদযাপন করা হয়ে থাকে তাই এখানে ২৭ মে বুধবার ঈদ উদযাপিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাংলাদেশে যেহেতু একদিন পরে ঈদ হয় তাই সেখানে ২৮ মে ঈদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বেড়েই চলেছে বিমান ভাড়া

দিয়েছে। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বলছেন, বিমানের ভাড়া এমনিতেই অনেক বেশি ছিল, যা নিয়ে প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। তার ওপর স্বচ্ছতা ছাড়াই এমন অস্বাভাবিক ট্যাক্স বৃদ্ধি প্রবাসীদের প্রতি অবিচার।

অ্যাভিয়েশন বিশ্লেষকদের মতে, জ্বালানি তেলের দাম না কমলে বা ডলারের বিপরীতে টাকার মান স্থিতিশীল না হলে ভবিষ্যতে ভাড়ার ক্ষেত্রে আরও সমন্বয় করার সম্ভাবনা রয়েছে।

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম

আইসক্রিম খাওয়ার ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সাংবাদিক ওলিউল্লাহ নোমান সামাজিক মাধ্যমে তাঁর এই ছবি ৫ মে মধ্যরাতে পোস্ট করেছেন। পাপনের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ভক্ত-সমর্থকেরা নানারকম মন্তব্য করছেন। এক সময়ের প্রভাবশালী বিসিবি সভাপতির এমন অবস্থা দেখে স্বাভাবিকভাবেই অনেকে ধাক্কা খেয়েছেন।

পাপনের প্রবাসজীবনের ছবি যে এই প্রথম ভাইরাল হয়েছে তা নয়। এর আগে কখনো তাঁকে লন্ডনের সুপার শপে, কখনোবা যুক্তরাজ্যের রাজধানী শহরের কোনো এক এলাকায় হাঁটতে দেখা গেছে। অথচ দুই বছর আগেও পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। বিসিবিতে ছিল পাপনের দোর্দণ্ড প্রতাপ। ২০১২ সালে বিসিবি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন পাপন। ছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের এমপিও। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর তাঁর বিসিবি অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। লন্ডন থেকেই তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র জমা ছিলেন সে বছরের ২১ আগস্ট।

পাপনের পদত্যাগের পর তিন সভাপতি এসেছে বিসিবিতে। আট মাস ফারুক আহমেদ বিসিবি সভাপতি থাকার পর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) তাঁকে অপসারিত করেছিল। ২০২৫ সালের ৩১ মে আমিনুল ইসলাম বুলবুল বিসিবি প্রধানের চেয়ারে বসেছিলেন। সে বছরের ৬ অক্টোবর নির্বাচনের পর ফের বিসিবি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। এ বছরের ৭ এপ্রিল এনএসসি বুলবুলের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন করে দিয়েছে। বিসিবির অ্যাডহক কমিটির সভাপতি তামিম ইকবাল।

দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আর বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের অস্থিরতা ব্রিটেনের সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। রেকর্ড মূল্যস্ফীতির ধাক্কা সামলানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীতিমালায় বড় পরিবর্তন না এলে এ সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মেয়র ও কাউন্সিলারদের

করা হতে পারে । তিনি আরো জানান, আগে যে প্রথম প্রেফারেন্স ও সেকেন্ড প্রেফারেন্স পদ্ধতিতে ভোট গণনা হতো, সেই নিয়ম আর বহাল নেই । সম্ভবত সরকার সেটি বাতিল করেছে । এখন শুধু প্রথম প্রেফারেন্স-এ ভোট গণনা হবে । প্রথম প্রেফারেন্সে যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনিই বিজয়ী হবেন।

আর ৯ মে শনিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে ২০ ওয়ার্ডের প্রার্থীদের ভোট গণনা । যেহেতু প্রায় ৩০০ প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাই ২০ ওয়ার্ডের ভোট গননা শেষ করতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। পর্যায়ক্রমে একেকটি ওয়ার্ডের ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষনা করা হবে।

উল্লেখ্য, এবারে মেয়র নির্বাচনে বর্তমান নির্বাহী মেয়র অ্যাসপায়ার পার্টির লুৎফুর রহমানসহ মোট ৯ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে ৪জন বৃটিশ-বাংলাদেশী । তাঁরা হলেন অ্যাসপায়ার পার্টির বর্তমান মেয়র লুৎফুর রহমান, লেবার পার্টির কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির প্রার্থী জামি আলী ও লিবারেল ডেমোক্র্যাটস পার্টির (লিব ডেম) মোহাম্মদ আবদুল হান্নান ।এ ছাড়াও কনজারভেটিভ পার্টির ডমিনিক নোলান, গ্রিন পার্টির হীরা খান, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট অ্যান্ড স্যোশালিস্ট কোয়ালিশনের হুগো পিয়েরে, রিফর্ম ইউকের জন বোলার্ড ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্যারেন্স ম্যাকগ্রেনেরা।

তবে নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্থার জরিপ বলছে, বর্তমান মেয়র লুৎফুর রহমানই ফের নির্বাচিত হবেন। দ্বিতীয় হতে পারেন লেবার পার্টির প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম এবং তৃতীয় হতে পারেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট দলের প্রার্থী ব্যারিস্টার জামি আলী ।

লুৎফুর রহমান নির্বাচিত হলে তিনি হবেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে চতুর্থবার নির্বাচিত বৃটিশ-বাংলাদেশী মেয়র ।

২০১০ সালে গণভোটের মাধ্যমে নির্বাহী মেয়র নির্বাচন পদ্ধতি চালু হওয়ার পর লুৎফুর রহমান স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাড়িয়ে বিশাল ভোটের ব্যবধানে প্রথমবারের মতো টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মেয়র নির্বাচিত হোন। এরপর ২০১৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হোন । এরপর ২০২২ সালে তৃতীয়বারের মতো । আর এবার নির্বাচিত হলে তিনি হবেন চতুর্থবার নির্বাচিত নির্বাহী মেয়র।

পশ্চিমা গণমাধ্যমের পক্ষপাত

বদলে যাবে। কারণ, এই এসা সুলেমানই ২০০৮ সালে দুই পুলিশ কর্মকর্তা ও একটি কুকুরকে ছুরিকাঘাত করেছিলেন। তবে কি তিনি সম্প্রতি ফিলিস্তিনপন্থী মিছিল দেখে উগ্রবাদী হয়েছেন? এই প্রশ্ন সচেতনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

গত ৩০ এপ্রিল বুধবার থেকে ইসমাইলের ঘটনাটিকে স্রেফ একটি 'অতিরিক্ত' তথ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমগুলো শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একধরনের চাতুর্য দেখাচ্ছে। তারা লিখছে, 'সুলেমান আরও একজনের ওপর হামলা চালিয়েছেন' কিংবা 'তাঁর বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ রয়েছে'।

এখানে 'আরও' বা 'অলসো' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ইসমাইল হোসেনের ক্ষেত্রে। তাঁকে যেন ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের শিরোনাম ছিল, 'লন্ডনে দুই ইহুদি ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় এক ব্যক্তি আদালতে'। এপি ও বিবিসির শিরোনামও ছিল একই ধাঁচের। তারা সবাই একই কথা বলছে, কেবল দুজন মানুষ, কেবল দুটি হত্যাচেষ্টা। ইসমাইল হোসেন এখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত।

গত বৃহস্পতিবার বিবিসি তাদের প্রতিবেদনে গোলডার্স গ্রিনের ভুক্তভোগীদের পরিচয় তুলে ধরে। ৭৬ বছর বয়সী মোশে শাইনকে 'শান্ত ও সৎ মানুষ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য ভুক্তভোগী ৩৪ বছর বয়সী শ্লোমি র‍্যান্ডের মায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বিবিসি লিখেছে, 'মা হিসেবে আমি আতঙ্কিত যে লন্ডনের রাস্তায় এমন ঘটনা ঘটতে পারে।'

শাইন ও র‍্যান্ডকে নিয়ে এমন মানবিক প্রতিবেদন হওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ইসমাইল হোসেন কোথায়? তাঁকে নিয়ে এমন কোনো প্রতিবেদন নজরে আসেনি। আসলে রাজনীতি ও গণমাধ্যমের একটি অংশ এ ঘটনাকে শান্তিকামী ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে।

'কিছু মানুষের জীবনের মূল্য অন্যদের চেয়ে বেশি'-এমন বিশ্বাস থেকেই এ ধরনের পক্ষপাতের জন্ম। যারা মানুষকে সমান চোখে দেখতে জানে না, এই ব্যর্থতা তাদেরই। তথ্যসূত্র: মিডল ইস্ট আই

যুক্তরাজ্যে পৌঁছার পথে

পর্যন্ত একটি উপকূলের কাছে আটকে যায়। সেখানেই নৌকার ভেতর থেকে দুই তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনায় অন্তত ১৬ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর। কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আহতদের চিকিৎসা শেষে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যাতে এই বিপজ্জনক যাত্রার পেছনে দায়ীদের শনাক্ত করা যায়। একই সঙ্গে নিহতদের প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিত করতে তদন্ত চলছে।

গত এক মাসের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে ফ্রান্স-যুক্তরাজ্য সীমান্তে এটি তৃতীয় প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। এর আগে এপ্রিল মাসে পৃথক দুই ঘটনায় অন্তত ছয়জন অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছিল। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালে এই রুটে সমুদ্রপথে পাড়ি দিতে গিয়ে অন্তত ২৯ জন অভিবাসী প্রাণ হারিয়েছেন।

অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে সম্প্রতি ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য নতুন তিন বছরের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর আওতায় ফরাসি উপকূলে নিরাপত্তা টহল বাড়ানো হবে এবং ব্রিটিশ সরকার ব্যয়ের অংশ বাড়াবে। তবে মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, কঠোর নজরদারির মধ্যেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অভিবাসীদের এই যাত্রা বন্ধ হচ্ছে না। সূত্র: এএফপি

এমপি হিসেবে শপথ নিলেন

অ্যাডভোকেট এবাদুর রহমান চৌধুরীর কন্যা। শিক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনতা ও ভদ্র ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক অঙ্গনে একজন সম্ভাবনাময় নেত্রী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

তাঁর সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের খবরে বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মাঝে আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তাঁকে ঘিরে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের জোয়ার বইছে।

স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ব্যারিস্টার জহরত আদিব চৌধুরীর সংসদে অন্তর্ভুক্তি বড়লেখা ও জুড়ীর রাজনীতিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। বিশেষ করে তরুণ ও শিক্ষিত নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে তিনি আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে শপথ গ্রহণের পর প্রতিক্রিয়ায় তিনি সকলের দোয়া কামনা করেন এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info\standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট ■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ বিকাশ সার্ভিস ■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার ■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 13 | Issue 11 | 08-14 May 2026

পশ্চিমা গণমাধ্যমের পক্ষপাত

দুই ইহুদিকে নিয়ে শিরোনাম, কিন্তু গুরুত্ব নেই মুসলিমের ক্ষেত্রে

দেশ ডেস্ক, ৮ মে ২০২৬ : লন্ডনের রাস্তায় সম্প্রতি একই দিনে একই ব্যক্তির হাতে পৃথক দুটি স্থানে তিনজন ছুরিকাঘাতের শিকার হন। অভিযুক্ত ৪৫ বছর বয়সী এসা সুলেমান প্রথমে দক্ষিণ লন্ডনের সাউথওয়ার্কে ইসমাইল হোসেন নামের এক মুসলিম ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করেন। এর কিছুক্ষণ পরই তিনি ইহুদি-অধ্যুষিত গোলডার্স গ্রিন এলাকায় গিয়ে আরও দুই ইহুদি ব্যক্তিকে (৭৬ বছর বয়সী মোশে শাইন ও ৩৪ বছর বয়সী শ্লোমি র‍্যান্ড) আক্রমণ করেন।

ঘটনাটি নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি একই হলেও বিবিসি, রয়টার্স, এপি ও স্কাই নিউজের মতো প্রথম সারির গণমাধ্যমগুলো তাদের শিরোনামে কেবল 'দুই ইহুদি ব্যক্তির ওপর হামলা'র কথা উল্লেখ করেছে। ইসমাইল হোসেনের ওপর হামলার বিষয়টি তারা প্রায় এড়িয়ে গেছে, অথবা খবরের একেবারে শেষে 'অতিরিক্ত তথ্য' হিসেবে জুড়ে দিয়েছে।

এসব সংবাদমাধ্যমের নীতিনির্ধারকদের কাছে ইসমাইলের ওপর হামলার বিষয়টি ছিল স্রেফ এক 'অপ্রয়োজনীয় জটিলতা'। তাঁদের ধারণা ছিল, এই তথ্য যোগ করলে শিরোনামের ধার কমে যাবে এবং খবরের মূল আবেদন নষ্ট হবে। মূলত ইসরায়েলপন্থীদের চাপের ভয় এবং সেই থেকে জন্মানো 'স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ' এই তথ্য গোপনের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। গণমাধ্যমের এই অভিজাত শ্রেণি মনে করে, গোলডার্স গ্রিনে যা ঘটেছে, তা সাউথওয়ার্কের (যেখানে ইসমাইল আক্রান্ত হন) ঘটনার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা জানেন, ইসমাইলের ঘটনাটি সামনে আনলে পুরো প্রেক্ষাপট

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে পৌঁছার পথে নৌকায় দুই নারীর মৃত্যু

দেশ ডেস্ক, ৮ মে ২০২৬ : যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে গিয়ে উত্তর ফ্রান্স থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি ছোট নৌকায় দুই তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা।

কর্মকর্তাদের মতে, প্রায় ২০ বছর বয়সী ওই দুই নারী সুদানের নাগরিক হতে পারেন। তারা ৮২ জন আরোহী বহনকারী একটি ছোট নৌকায় ছিলেন।

স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি ক্রিস্টোফ মারক্স জানান, যাত্রা শুরুর পর নৌকার ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে এবং সেটি ভাসতে থাকে। পরে উদ্ধারকারীরা ১৭ জনকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে।

অন্যদিকে, নৌকাটিতে থাকা বাকি ৬৫ জন যাত্রীসহ সেটি শেষ

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

এমপি হিসেবে শপথ নিলেন বড়লেখার জহরত আদিব চৌধুরী

দেশ ডেস্ক, ৮ মে ২০২৬ : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের মৌলভীবাজার-হবিগঞ্জ সংরক্ষিত নারী আসনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য বড়লেখার কৃতি সন্তান ব্যারিস্টার জহরত আদিব চৌধুরী শপথ নিয়েছেন।

রোববার (৩ মে) রাতে জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শপথ পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পিকার।

ব্যারিস্টার জহরত আদিব চৌধুরী বড়লেখা ও জুড়ী আসনের সাবেক এমপি ও প্রতিমন্ত্রী মরহুম

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
53a Mile End Road London E1 4TT
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk